ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 March 2022 ■ আগরতলা ১৩ মার্চ, ২০২২ ইং ■ ২৮ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শনিবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে তিপরা মথার জনসভায় বক্তব্য রাখেন দলের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ছবি নিজস্ব।

পাহাড় নেমে এল শহরে মিছিল সভায় শক্তি দেখাল মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। আজ রাজ্যে পাহাড় সমতলে নেমে আসতেই রাজনীতির নতুন সমীকরণের আভাস মিলেছে। একক চেষ্টায় এত বিশাল জনজাতি সমাবেশ স্মরনাতীত কালের মধ্যে নজিরবিহীন বলেই মনে হচ্ছে। প্রদ্যুতের নেতৃত্বে তিপরা মথা সেই নজীর স্থাপন করে দেখালেন। কার্যত, আজ তিপরা মথা শক্তি পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। লক্ষ্য সাংবিধানিকভাবে গ্রেটার তিপরাল্যান্ড-র দাবি আদায় এবং জনজাতিদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করা। এদিন প্রদ্যুত সাফ জানিয়েছেন, দিল্লির কাছে আমাদের আওয়াজ পৌছাতে হবে, তাঁদের আমাদের ডাক শুনতে হবে। তিনি বলেন, গ্রেটার তিপরাল্যান্ড-র দাবি সাংবিধানিকভাবে আদায় করবে তিপরা মথা। তাঁর সাফ কথা, আমাদের দাবি পূরণের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই হবে সমঝোতা। নয়তো, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তিপরা মথা।

বিধানসভা নির্বাচনের আর এক বছরও নেই। রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। শক্তি প্রদর্শণও শুরু হয়ে গেল। শনিবার পাহাড় যেন নেমে এল শহরে। তিপরা মথার উদ্যোগে এদিন আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। জনসভার মূল উদ্দেশ্য গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের আওয়াজকে আরও তীব্র করা। জনসভায় তিপরা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতিদের বঞ্চনার ফিরিস্তি গাইলেন। সেই সাথে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের যেসব রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই দলগুলির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। মথা নেতাদের মুখে শুধু জনজাতিদের বঞ্চানার কথাই এদিন শুনা গেল। কেন গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবী তোলা হয়েছে সেই বিষয়েও চর্বিত চর্বন করেছেন দলের নেতৃত্বরা।

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে আস্তাবল ময়দানে তিপরা মথার জনসমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ চাই না, নীরমহল চাই না, মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই না, কোন মন্ত্রী হতে চাই না, সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী জনজাতিদের অধিকার চাই। আর এই কথাটি আগরতলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত শোনা দরকার। তিনি বলেন, যারা বলেন গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড হবে না, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড হবে। আজকের জনসভায় হাজার হাজার মানুষ হল এই শক্তির লক্ষণ। আর এই শক্তি লক্ষণ হলো যুবকরা। যতদিন পরিবার এক থাকবে ততদিন থানসা থাকবে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৭০ বছর পর তিপ্রাসা চায় গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড। কারণ তিপ্রাসাদের সাথে অনেক ধোকা হয়েছে। হতাই কাতারে ১২ দিন রাস্তা অবরোধ হয়েছে। কিন্তু চার বছরে কিছুই পায়নি তিপ্রাসা। তাই আজকে কথা দেওয়া হচ্ছে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জনগণের সাথে আলোচনা করে নেওয়া হবে বলে জানান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। মথা চেয়ারম্যান আরও বলেন, ভি আই পি সংস্কৃতি বিশ্বাসী নয় তিপরা মাথা। তাই মঞ্চে কোন নেতৃত্বকে বসার জন্য স্থান দেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে আজকের কর্মসূচি ভি আই পি সংস্কৃতির নয়। আজ ৬ বছর পর আগরতলায় কর্মসূচি করছে জনজাতিরা। তাই শান্তিপূর্ণভাবে জন সমাবেশ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রার নেওয়া হয়েছে। তিপরা মথার লড়াই কোন জাতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। লড়াই সাংবিধানিক অধিকার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের জন্য বলে জানান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন।

এদিন জনসমাবেশের উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথার সভাপতির বিজয় রাঙ্খল, এডিসির সিইএম পূর্ণচন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউক্রেন ফেরত ২০ হাজার ডাক্তারি পড়ুয়ার ভারতে পড়ার সুযোগ চাই, মামলা

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.) : রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অপারেশন গঙ্গা-র আওতায় বিশেষ উড়ানের ব্যবস্থা করে ইতিমধ্যে ২০ হাজার মেডিক্যাল পড়ুয়াকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে বিদেশমন্ত্রক।

কিন্তু দেশে ফিরেও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত ইউক্রেন ফেরত এই মেডিক্যাল পড়ুয়ারা। এমত অবস্থায় বিদেশে পড়তে যাওয়া এই মেডিক্যাল পড়ুয়াদের উদ্বেগ দূর করতে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল প্রবাসী লিগ্যাল সেল নামে একটি এনজিও। ইউক্রেন ফেরত ২০ হাজার ডাক্তারি পড়ুয়া যাতে ভারতের মেডিক্যাল কলেজ গুলিতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়, সেই আর্জি পেশ করেই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের হয়েছে। সূত্রের খবর, দিল্লি হাইকোর্ট মামলাটি গ্রহণও করেছে। খুব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর গলা কেটে মুন্ডু ঠাকুর ঘরে ঝুলিয়ে রাখল স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। খোয়াই থানা এলাকার রামচন্দ্র ঘাটের ইন্দিরা কলোনিতে স্বামীর গলা কেটে মুন্ডু ঠাকুর ঘরে ঝুলিয়ে রাখলেন স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নিহতের নাম রবীন্দ্র তাঁতী। বয়স ৫০ বছর।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতোই গতকাল রাতেও স্বামী-স্ত্রী খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়েছিল। গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীর গলা কেটে মুন্ডু ঠাকুরঘরে ঝুলিয়ে রাখেন স্ত্রী সাবিত্রী তাঁতী। ঘটনা টের পেয়ে নিহতের ভাই ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ভাইয়ের মুণ্ড ঠাকুরঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার চেচামেচি শুরু করেন তিনি।

তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খুনি স্ত্রীকে আটক করা হয়। খবর পাঠানো হয় খোয়াই থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।খোয়াই থানার ওসি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে শনিবার সকালে ঘটনার খবর পেয়ে আগরতলা থেকে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং সেখান থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যান। পুলিশ এ ব্যাপারে হত্যা সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কেন এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটন করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

জোলাইবাড়িতে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে রক্তাক্ত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ মার্চ।। জায়গা সংক্রান্ত বিবাদে রক্তাক্ত পশ্চিম জোলাইবাড়ীব. বাসিন্দা খোকন মজুমদার। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমা অন্তর্গত পশ্চিম জোলাইবাড়ীর রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা খোকন মজুমদারের উপর পাশ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা রঞ্জু দে, টিটু দে, রামু দে ও বাসু দে মিলে প্রানঘাতী হামলাকরে বলে অভিযোগ। জানাযায় অভিযোগকারী ব্যাক্তিদের রাবার গাছ খোকন মজুমদারের বাড়ীতে এসেপরেছে। অপরদিকে দুইপক্ষের সীমান্ত এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেগিয়ে প্রতিনিয়ত খোকন মজুমদার কে প্রাণে মারার হুমকি প্রদানকরতো বলে অভিযোগ। জায়গার এই বিবাদে খোকন মজুমদারের উপর অভিযোগকারীরা প্রানঘাতী হামলা করে রক্তাক্ত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় খোকন মজুমদার মামলা করারজন্য জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানায় ছুটেযায়। সেখানে কর্তব্যরত ওসি কেইস না রাখায় হতাশ হয়ে চিকিৎসার জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিক বান্ধব মনোভাব নিয়ে কাজ করছে সরকার ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকবান্ধব মনোভাব নিয়ে কাজ করে আসছে। যার প্রতিফলন রাজ্যের সংবাদ জগতের সাথে জড়িতদের কল্যাণে গৃহীত বিবিধ পদক্ষেপের মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে। এই ধারা বজায় রেখে বেশি সংখ্যক সংবাদ কর্মীদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার জন্য আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্য অতিথিশালায় এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সদর্থক ভূমিকা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের কল্যাণে অচিরেই স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা প্রদানের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। যে সকল সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড রয়েছে তাদেরকেই স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা দেওয়া হবে। তাই স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা যাতে বেশি সংখ্যক সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছানো যায় সেজন্য তিনি সভায় উপস্থিত রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের কর্ণধার এবং প্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ জানান।

এক্ষেত্রে তিনি বলেন, বর্তমানে যে পরিমাণ সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড রয়েছে তার সংখ্যা আরও বাড়ানো সম্ভব। দপ্তরের গাইডলাইন মেনে রাজ্যে সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত যোগ্য ব্যক্তিদের দ্রুত অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তথ্যমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী আরও বলেন, স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা যাতে সাংবাদিকরা বেশি পরিমাণে পায় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও যথেষ্ঠ উদার মনোভাব পোষণ করছেন। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিদের নাম পাঠানোর উপর বিশেষ জোর দিতে অনুরোধ করেন।

সভায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার বলেন, অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি জড়িত রয়েছে। এইক্ষেত্রে এই কার্ডের যেন অবৈধভাবে ব্যবহার করা না হয় সেই দিক দিয়ে দপ্তরকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি বিরোধী শিবিরের দখলে গেল ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। বিজেপি বিরোধী জোট জয়ী হয়েছে। সংবিধান বাঁচাও ফোরামের সামনে আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চ ধাক্কা খেল। মঞ্চ মূলত বিজেপির লিগ্যাল সেল বলেই পরিচিত। পনের সদস্য বিশিষ্ট বার এসোসিয়েশন নির্বাচনে মোট ১০টি পদে জয়লাভ করল সংবিধান বাঁচাও ফোরাম। মাত্র পাঁচটি আসনে জয়ী হয়েছে আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চ। সংবিধান বাঁচাও ফোরাম তথা সেভ কনস্টিটিউশন ফোরাম এর সভাপতি মৃণাল কান্তি বিশ্বাস জয় লাভ করেন। অন্যদিকে এই ফোরামের সম্পাদক কৌশিক ইন্দুও বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন। গুরুত্বের বিচারে পদগুলির যাঁরা জয়ী হয়েছেন তাঁরা হলেন, প্রেসিডেন্ট - মৃণাল কান্তি বিশ্বাস, ভাইস প্রেসিডেন্ট - পঙ্কজ বণিক, সেক্রেটারি - কৌশিক ইন্দু অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি - উৎপল দাস, অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি - অমর দেববর্মা। শনিবার সকালে ভোট হয়েছে এবং বিকালে ভোট গণনা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী সন্দীপ দত্তচৌধুরী।

পথ দুর্ঘটনায় ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। রাণীরবাজার বৃদ্ধিনগর এলাকায় যান দুর্ঘটনায় আহত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীর জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। মৃত ছাত্রীর নাম মধুরিমা সরকার।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, এক বন্ধুর সঙ্গে বাইকে করে ওই ছাত্রী রানীরবাজারের দিকে যাচ্ছিল। তখনই পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে গুরুতরভাবে আহত হয় মধুরিমা সরকার। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত ছাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর সংবাদে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

পৃথক স্থানে অগ্নিকান্ডে পুড়ল বসত ঘর, দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। গতকাল গভীর রাতে সিমনার বৈরাগীপাড়া চৌমুহনীতে অগ্নিকাণ্ডে একটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় জনগণ মোহনপুর দমকল বাহিনীকে খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং তারা আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন।দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টার ফলে অন্যান্য দোকানপাট গুলি অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ দোকানের মালিকের নাম রাজু দেব। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে শনিবার সকালে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিকে আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা জানিয়েছেন দমকল বাহিনীর দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে না আসলে আরো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হত।

আশ্রম চৌমুহনী এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে গিয়ে অল্পেতে ঘনবসতি এলাকাটি রক্ষা পেয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, বহি:রাজ্য থেকে পণ্য নিয়ে আসা একটি লরি আশ্রম চৌমুহনী এলাকায় দাঁড়িয়েছিল। লরি চালক ও সহচালক লরির কাছেই গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে রান্না করছিল। হঠাৎ রান্না করার সময় সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায়। আতঙ্কে তারা গ্যাস সিলেন্ডার মাঝ রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেয়। স্থানীয় লোকজন এসে গ্যাস সিলেন্ডার সেখান থেকে রাস্তার পাশে ড্রেনের জলে ফেলে দেন। ফলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকাটি।

বিশালগড়ে রক্তাক্ত যুবক উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। শনিবার সকালে বিশালগড়ের করইমুড়া এলাকার রাস্তার পাশ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবককে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছে।হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তার ডান হাত দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। কিভাবে এ ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সচেতন নাগরিকরাই সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। সচেতন নাগরিকরাই সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাই রাজ্য সরকার সমৃদ্ধ মানব সম্পদ গঠনে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'অন্যতম' শীর্ষক চতুর্থ লায়ন্স জেলা সম্মেলনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শুরুতেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কর্তব্য ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাজ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে সবার সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, লায়ন্স ক্লাব সুদীর্ঘ সময় যাবৎ বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত। সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ইতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান। আর এই সদর্থক দিকটিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জনজাগরণ তৈরিতে তাদের যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিচালন ব্যবস্থার শীর্ষে থাকা ব্যক্তি রাজনৈতিক আঙ্গিনা হয়েই সেই পদে আসীন হয়ে থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবহমান রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি ও সঠিক ব্যক্তি চয়নে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২৫ বছর ত্রিপুরা ঠিক কোন পথে অগ্রসর হতে যাচ্ছে তার একটি রূপরেখা রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে প্রস্তুত করেছে। ত্রিপুরার সম্ভাবনাময় এই দিকগুলিকে কাজে লাগিয়ে আগামীর পথচলা নির্ণয়ে সহায়ক হবে। একদিকে যেমন ভাবী প্রজন্ম তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের একটি স্বচ্ছ দিশা নির্ধারণ করতে পারবেন। তার পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্ভাবনাময় দিকগুলি যথার্থ অনুধাবন দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ১৫৫ ◻ ১৩ মার্চ ২০২২ইং ◻২৮ ফাল্গুন ◻রবিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়াছে

ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করিয়াছে। এই যুদ্ধের পিছনে কোন কোন দেশের ইন্দন রহিয়াছে তাহা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। মানব সভ্যতা এমন এক পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহার ফলশ্রুতিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চায় না বিভিন্ন দেশ। সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে কৌশলে কার্য সিদ্ধি করিবার প্রয়াস জারি রহিয়াছে। একথা অনস্বীকার্য যে যুদ্ধ শুধুমাত্র বিবাদমান দুটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিংবা ক্ষতির কারণ হইয়া ওঠে না। যুদ্ধ বাধলে মানব সভ্যতার অপর ইহার প্রভাব মারাত্মকভাবে পড়িয়া থাকে। যুদ্ধ নির্দিষ্ট দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করলেও মারাত্মক ক্ষতি পার্শবর্তী বিভিন্ন দেশে অজান্তেই আছড়াইয়া পড়ে। যুদ্ধের ফলে শুধু মানবসম্পদ কিংবা অন্যান্য সম্পদ নষ্ট হয় তাহা নয়। যুদ্ধের প্রভাব যুগের পর যুগ মানুষকে পঙ্গু করিয়া দেয়। স্বাভাবিক কারণেই যুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়।ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে অন্য কোনও দেশের কী ভূমিকা রহিয়াছে, তাহা নিয়ে জল্পনার শেষ নাই। চিনের সঙ্গে রাশিয়ার 'আঁতাত' কি প্রভাব ফেলিবে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে, সে চিন্তাও চরমে। যুদ্ধের গতি যত বদলাইতেছে এ নিয়া চিন্তাও গড়াইতেছে নানা দিকে। আর এর মধ্যেই ভারত ও তাহার পার্শবর্তী দেশগুলির উপরে যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব নিয়া আলোচনায় বসিলেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা। ক্ষমতা নিয়া যত টানাপোড়েন উপমহাদেশে, তাহা এক দিন আবার গড়াইবে না তো ইউক্রেনের মতো কাণ্ডে! চিন্তা ড়িয়া আসিল আলোচনাসভায়।

সমাজের উপর যুদ্ধের প্রভাব কী ভাবে পড়ে, তাহা নিয়া আলোচনা চলিতেছেই। আর সে সূত্রে বার বার উঠিতেছে ইউক্রেন পরিস্থিতির কথা। তবে আলোচনা আটকাইয়া থাকিতেছে না শুধু রাশিয়া আর ইউক্রেনে। এই যুদ্ধ ভারত-চিনের সম্পর্ক কোথায় নিয়া যাইবে, সে চিন্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া জায়গা করিয়ি নিল শ্রোতাদের মনেও।

ইউক্রেনে আটকাইয়া পড়িয়া যত ভারতীয় পড়ুয়া হেনস্থার শিকার হইয়াছেন, ততটাই চিনের সঙ্গে নতুন করিয়া দূরত্ব বাড়াইয়াছে ভারতের। তিনি বলিয়াছেন, "এ যেন আমেরিকার সাজানো এক পরিস্থিতি। চিনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাশিয়ার। সেই রাশিয়া যুদ্ধে নামিয়াছে। যাহার জেরে আটকিয়া পড়িয়াছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা। এই যুদ্ধ ভারত-চিনের সম্পর্ক আরও একটু তিক্ত করিয়াছে। ফলে ভারত ও আমেরিকা আর একটু কাছাকাছি আসিয়াছে।"

ইউক্রেন পরিস্থিতি যে ভারতকে ঠেলিতে পারে আমেরিকার দিকে, তাহা মানিয়াছেন অনেকেই। তবে এই পরিস্থিতিকে ততটাও একমুখী বলিয়া মনে করেন না তিনি। বরং এই যুদ্ধ থেকে ভারত কিছু শিক্ষা নিবে বলিয়াই আশা। তবে "ভারত যতই শিক্ষা নিক না কেন, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ককে তাহা কোনও ভাবেই সাহায্য করিবে না।" বরং বাদবাকি দেশগুলির সঙ্গে যেমন কমবেশি টানাপোড়েন চলিতে থাকে, তেমনই চলিবে। এক কথায় বলিতে গেলে, ইউক্রেনের যুদ্ধের উপর অনেকটাই নির্ভর করিতেছে ভারত ও উপমহাদেশের নানা দেশের শান্তি, এটাই বক্তব্য কূটনীতিকদের। গোটা বিশ্বের এবং মানব সভ্যতার কথা মাথায় রাখিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়। যুদ্ধের পরিনাম যে কি হয় তাহা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ওয়াকিবহাল রহিয়াছে। সেই কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আওয়াজ তুলিয়াছে যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।

মারিউপোলের মসজিদে বোমাবর্ষণ রাশিয়ার

কিয়েভ, ১২ মার্চ (হি. স.) : ইউক্রেনের মারিউপোল শহরের একটি মসজিদে বোমাবর্ষণ করেছে রাশিয়া। শনিবার এমনটাই দাবি করেছে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রক।

ওই মসজিদটিতে শিশু সহ ৮০ জনেরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। শনিবার ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, মারিওপোল শহরের 'সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট' মসজিদে বোমাবর্ষণ করেছে রাশিয়া। এদিকে, পুতিন বাহিনীর লাগাতার হামলায় মারিউপোলের লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ইউক্রেন। রুশ সেনারা পুরো শহর ঘিরে রেখেছে। শহরটিতে কয়েক লক্ষ মানুষ আটকে পড়েছে। প্রসঙ্গত, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামার আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই। পুতিন বাহিনীর একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে কিয়েভ, খারকিভ, চেরনিভ, সুমি, মারিউপোল। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কিয়েভের দখল নিতে মরিয়া পুতিন বাহিনী, রাতভর গোলাবর্ষণ

কিয়েভ, ১২ মার্চ (হি.স.) : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ১৫ দিন কেটে গেলেও ইউক্রেনের রাজধানী কিভের দখল নিতে ব্যর্থ রাশিয়া। ইউক্রেনের আশঙ্কা, কিভ দখলে আরও মরিয়া আক্রমণ চালাবে রুশ বাহিনী। পুতিন বাহিনীর এই আগ্রাসন রুখতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে ইউক্রেনীয় সেনা।

সূত্রের খবর, বিগত কয়েক দিনের মতো শুক্রবার রাতভর যুযুধান দু'দেশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। শনিবার সকালেও লড়াই অব্যাহত। কিভ শহরের উপকণ্ঠে এদিন একাধিক বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গিয়েছে বলে 'কিভ ইনডিপেন্ডেন্ট' দাবি করে।

এদিকে, ইউক্রেনীয় পার্লামেন্ট দাবি করে মেলিটোপোল শহরের মেয়র ইভান ফেডোরভকে অপহরণ করেছে রুশ সেনা। ২৬ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের এই শহরটির দখল নেয় পুতিন বাহিনী। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের বাস ইউক্রেনের এই শহরটিতে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানান, শুক্রবার 'হিউম্যানিটেরিয়ান করিডর' দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত চার শহর থেকে ৭,১৪৪ নাগরিককে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। চেরনিহিভ, এনারগোদার, হোস্টোমেল ও কোজারোভিচি শহরে তাঁরা আটকে পড়েছিলেন।

কমে যাচ্ছে পিএফের সুদের হার

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি. স.) : নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে হু হু করে। একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকারত্বের হার। সেই পরিস্থিতিতেই মধ্যবিত্তের উপর এ বার ইপিএফ খাঁড়া নেমে এল।করোনাকালে কোপ বসেছিল বেতনে, এবার কর্মীদের পিএফ-এও শুরু হল কাটছাঁট।

গত ১০ বছরে সর্বনিম্নে গিয়ে ঠেকল ইপিএফ বাবদ সুদের হার। এত দিন ইপিএফ থেকে ৮.৫ শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যেত, এ বার তা কমিয়ে ৮.১ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রে খবর। ২০২১-'২২ অর্থবর্ষের জন্য কমল সুদের হার। শনিবারই এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ওর্গানাইজেশনের তরফে জানানো হয়, চলতি অর্থবর্ষ অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ডিপোজিটের উপর সুদের হার কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই অর্থবর্ষে ৮.৫০ শতাংশের বদলে ৮.১০ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হবে। বিগত এক দশকে এটিই সবথেকে কম সুদের হার। এর ফলে প্রায় ৬ কোটিরও বেশী কর্মীদের মুখ ভার হতে চলেছে। এদিন সকালেই বৈঠকে বসে সিবিটি। বৈঠক চলাকালীনই জানা যায়, কেন্দ্রীয় বোর্ডের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ডিপোজিটের উপর সুদের হার ৮.১ শতাংশ করে দেওয়া হচ্ছে। ৭৬ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রাকে মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নারীর নিরাপত্তা কি শুধু তাঁর সুলভ বা দুর্লভ প্রশ্নে ?

নরেন্দ্রনাথ কুলে

প্রতিদিন সকালে কাগজে নারী ধর্ষণ ও শিশু নির্যাতনের খবর পড়তে পড়তে আমাদের মনের কোণে নারী সুলভ না দুর্লভ তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ড সারা দেশকে আতঙ্কিত করেছিল। সেই আতঙ্ক থেকে মানুষের মন এখনো মুক্ত হতে না হতেই একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। নির্ভয়াকাণ্ডের পর উন্নাওকাণ্ড, হায়দরাবাদকাণ্ড, হাথরাস কাণ্ড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, নারী নিরাপদ নয়। আর বাংলায় বানতলা, শুঁটিয়া, কামদুনি পার্কস্টরাটকাণ্ড ভুলে যায়নি মানুষ। ২০২০ সালের বর্ষবরণের রাতে ঘরের দরজা ভেঙে এই বাংলায় দত্তপুকুরে মহিলা গণধর্ষিতা হয়েছিলেন। নারী ও শিশু শুধু একলা পথে নিরাপদ নয়, বাড়ির মধ্যে একলা থাকাও আজ আর নিরাপদ নয়। মৃত্যুদণ্ড (কলকাতার পারেখ হত্তায় ধনঞ্জয়ের ফাঁসি), যাবজ্জীবন (সম্প্রতি উন্নাও কাণ্ডে কুলদীপ সিঙ্গারের শাস্তি) কোনো শাস্তিই ধর্ষণ নামক অপরাধে মানুষকে সংযত করতে পারছেনা। মুম্বইয়ে এক ধর্ষিতা মহিলার খুনের ঘটনা নারকীয় ও পৈশাচিক বললেও কম বলা হয়। এমন ঘটনা মানুষ ভুলতে না ভুলতে আবারো ঘটে।

কিন্তু এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন ঘটছেঃ নারী সুলভ বলে না দুর্লভ বলে। যদি দুর্লভ নিজের কাছে এমনভাবে যত রেখে দিত যেমন মূল্যবান বস্তুকে রাখতে দেখা যায়। কিন্তু নারীকে নিয়ে তা ত দেখা যায় না। শরৎচন্দ্র বলেছেন "মণি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন-না তাহা দুকাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশি নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটি নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখনও এটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি একফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রুটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি-ঈশ্বর না করুন যদি কোনওদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেইদিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে আজ নহে। আজ ইনি সুলভ। শরৎচন্দ্রে এ কথাটি ধরে আমরা আজ কি বলতে পারি, নিত্য প্রয়োজনীয় জলের মতো নারী মূল্যহীন। কিন্তু জলের মূল্য আজকে যেরূপ বোঝা যাচ্ছে তা নারীর ক্ষেত্রে আমরা বুঝে উঠতে এখনও পারিনি। আসলে নারীকে পুরুষ নিজের মতো করে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে, এমনকি ধর্মের যে কথাটা তার মতো কেবল সেটাই মানে, আর যা তার মনো নয় সেদিকে তার নজর থাকে না। সেদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সেদিনের সমাজ তাকে বিদ্রুপ করেছে। পুরুষ নিজের প্রয়োজনে নারীকে কখনও শক্তিদায়িনী, কখনও স্নেহময়ী, কখনও মমতাময়ী বলে ভূষিত করবে আবার পান থেকে চুন খসলে তাকে কুলটা, বারাঙ্গনা, অসতী বলতে দ্বিধা করে না। এই সভ্য সমাজে শুধু ফর্মটা আলাদা। সভ্যতার অন্ধকারে নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তে একধরনের চোক নারীশরীর ঝলসে দিতে চায়। রাস্তাঘাটে, কর্মস্থলে, পাটি নামক আধুনিক অনুষ্ঠানে সর্বত্রই। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতার ফসল হিসেবে মানসিকতার গোপন কুঠুরিতে ভুলতে থাকে কাম-লালসার টিমটিমে বাতি।

নারী ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। তা হল মাদক ভরব্য। আধুনিক সমাজে যার চলন অনেকটা স্বাভাবিক। আসলে দেশে উন্নয়নের চাকা ঘুরতে গেলে রাজস্ব চাই। সেই রাজস্বের বড়ো অংশ আদায় করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার ভরসা রেখেছে মদ বিক্রির ওপর। মদ বিক্রি যেন এক সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। তবে দায়বদ্ধতা একদিক থেকে বটেই। কারণ মদ বিক্রির সাথে উন্নয়ন জড়িয়ে আছে। এতদিন মদ খাওয়ার অপকারিতা নিয়ে অনেক কথা শোনা গেছে। মদ নারী নির্ধাতন বাড়াতে অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে ইত্যাদি। এত অপকারিতা থাকলেও উপকারিতার কথা কিন্তু কম নয়। কারণ মদ উন্নয়নে সাহায্য কর। এই উন্নয়নে নারী নির্যাতন ধরা নেই, পারিবারিক হিংসা ধরা হয় না, সামাজিক অপরাধও হিসেবে ধরা হয় না। রাস্তা, আলো, উড়ালপুলের উন্নতি থেকে অনুদান পর্যন্ত উন্নয়নের অংশ। এই উন্নয়ন সকল মানুষের জন্য। সেখানে কয়েকটি নারী নির্ধাতন হলেই বা কি কয়েকটি পরিবার নষ্ট হয়ে গেলে কি বা যায় আসে। আর সামাজিক অপরাধ কমানোর জন্ম আইন আছে ও তার শাস্তি আছে। তাছাড়া মদের অপকারিতা নিয়ে সতর্কতা জারি দেওয়া হয়, ঘা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বলা হয়। মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনা আছে। তাই তার জন্য প্রকল্প আছে। আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে মানুষের পাশে সরকার আছে। তাহলে মদ যেহেতু রাজস্ব দেয়, তার অপকারিতা নিয়ে কথা হতে পারে না। তাহলে একটা কথা বলা যায়। মদ বিক্রি যারা করছে তাদের সমাজকর্মী বলা যেতে পারে আর মদপ্রেমী মানুষ হল সমাজ বন্ধু। কারণ রাজস্বের ভালো অংশ এদের জন্য আসে। আবার মদের বিষক্রিয়ায় মানুষ মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার তার মানবিক মুখের দেয়। এ কাজও সরকারের উন্নয়নের অংশ। তাহলে উন্নয়ন সংস্কৃতি মদ-সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

আজকের এই উন্নয়ন-সংস্কৃতির আধুনিক যুগে, নারী-শিশুর নির্যাতন ও ধর্ষণ যখন নিত্য খবর, তখন এর থেকে পরিত্রাণ কিসে। কেউ বলছে শিশু'র থেকে যৌনশিক্ষা দেওয়া উচিত। আবার সকলেই বলছে আইন আরো কঠিন হোক, কম সময়ে বিচারের রায়ে শাস্তির ব্যবস্থা হোক। এই নির্ধাতন রখতে আজ শহর ও শহরতলিতে মেয়েদের সেল্ফ ডিফেন্স শেখানোর ক্লাসও চলতে দেখা যায়। এসব দেখলে একটা কথা মনে আসে, এগুলো দিয়ে সত্যি কি নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো ঘটনা সমাজ থেকে নির্মূল হয়ে যাবে। তাছাড়া আরও একটি প্রশ্ন মনে আসে, নারী নির্যাতনে কেবল নারীকেই জানতে হবে তার বাঁচার পথ? নারীর সমস্যা নারীকে যখন মেটাতে হবে তখন অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এমন উদারতা দেখায় যেন নারীর সব সমস্যার সমাধান পুরুষের হাতে। অথচ এই পুরুষতান্তক সমাজ পিতৃত্বের কোনটি যে গৌরব তা ভুলে যায়। সেই গৌরবের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন, "মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, ভার বলে নেয় না, সেই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল নেওয়াই নয়, মেয়েমানুষকে মানুষ করার ভারও তার উপরে এবং এইখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব।" পিতৃত্বের সেই গৌরবের একমাত্র অধিকারী বিদ্যাসাগরের। আমরা এই সময়ে দাঁড়িয়ে সেই গৌরবকে কতটা গৌরবান্বিত করেছি। আজকে নারীই যদি তার বাঁচার পথ খুঁজতে চায়, তাহলে তর প্রতি এই অপরাধের জন্য বাদবাকি বিশাল অংশের কোনো দায় নেই। এই বিশাল অংশরা তাহলে ধরেই নিয়েছে, নারীর প্রতি এই অপরাধ থাকবে। এই অপরাধপ্রবণতা আমাদের অবচেতন মনে বাসা বেঁধে আছে। এই এখনো দেখতে শেখাতে পারিনি। এই মানবিকতা থেকে শুধু নারীকে কোণঠাসা করে রেখে দিয়েছি। সব সত্য নারী পুরুষের জন্য

একইভাবে সত্য। কোনো সত্য নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা নয়। এ নিয়ে শরৎচন্দ্র আর একটি কথা উল্লেখ করতে পারিত্ত ঘা সত্য তা প্রত্যেক মানুষের জন্য সত্য, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্যেই। দেশটা ততটুকু সত্য। আসলে আমরা নারী সুলভ ন দুর্লভ যেমন বুঝতে পারিনি তেমন নারী যে মানুষ তাও সমাজের একটা বড় অংশে তার সংশয় আছে। এর পাশাপাশি বারবার যে কথাটা ঘুরে ফিরে আসে তা হল মানবিক মুল্যবোধ। এই মূল্যবোধের সংকট আজ চারপাশে। সমস্ত দলাদলি সমাজে এই বোধটা কতটা কাজ করছে তারও সংশয় প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সংশয় আইন দিয়ে কি সত্যি দূর করা সম্ভব? যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে তা দিয়েও কি তা দূর করা সম্ভব? নাকি অন্য কোনো পথ? কোনো সরকার কিন্তু মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ হোক চাইবে না। করোনাকালে তার পরিচয় সবাই পেয়েছে। তাহলে কোন পথে নারী সুরক্ষিত, সেই সংশয় বদি দূর করতে না পারি, নারীদিবস পালনে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে গর্ব করার কিছু থাকবে বলে আর মনে হয় না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিজ্ঞান প্রসারে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স ও ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের ভূমিকা

ড. বিমলকুমার শীট

বিজ্ঞান ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। পরাধীন দেশে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারে নানা বাধা বিপত্তি ছিল তা সত্ত্বেও বিশিষ্টজনেরা বসে থাকেননি। নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এতে ক্ষত্রে পথিকৃৎ। পরে পরে বিজ্ঞানচর্চার জন্য অনেকে এগিয়ে আসেন। গড়ে তোলেন বিজ্ঞানচর্চার নানা প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভা. মহলাল সরকার। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স। পরাধীন ভারতে বিজ্ঞান গবেষণায় এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখ্য।

মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতায় হেয়ার স্কুলে পড়ার পর হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। মেধা ও অধ্যবসায়ের গুনে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষকগণের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানে ও গণিতে তার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। সেসময় মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা পড়ানো হত। মহেন্দ্রলাল শিক্ষকগণ তা অনুমোদন করেন নি। কারণ তারা কলেজে পড়ুক। কিন্তু মহেন্দ্রলাল কোন সিদ্ধান্ত নিলে তাতে অবিচল থাকতেন। অবশেষে ১৮৫৪ সালে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। মহরলোল অসাধারণ অধ্যয়নশীল ছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অনেক বই পড়তেন। ফলে সহপাঠীদের চেয়ে তার জ্ঞানের পরিধি ছিল বেশি। তিনি যখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন তার এক আত্মীয়কে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন চোখ দেখাতে। চক্ষুরোগের অধ্যাপক ডা, আর্চার তখন পঞ্চম বর্ষের ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। তিনি তার ছাত্রদের চোখের বিষয়ে একটি প্রশ্ন ঠাকুর করেন। প্রশ্নটি কঠিন ছিল। উত্তর দিতে না পেরে ছাত্ররা চুপ করে রইলেন। মহেন্দ্রলাল দূরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন শুনছিলেন। সেখান থেকেই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিলেন। ডা. আর্চার যখন শুনলেন, ছাত্রটি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন তার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। এরপর তিনি আরও কয়েকটি জটিল প্রশ্ন করলেন। মহেন্দ্রলাল প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলেন। এই নবীন ছাত্রের জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে ডা. আর্চার একদিন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ালেন। কোন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রকে দিয়ে আলোক বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ানো একটি বিরল ঘটনা। হিন্দু কলেজে পড়া শেষ করে মহুলাল ১৮৬১ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে আইএমএস এবং ১৮৬৩ সালে এমডি উপাধি পান। তিনি এং জগবন্ধু কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এমডি। প্রথম এমডি চন্দ্রকুমার দে (১৮৬২)। মহেন্দ্রলাল চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করে খ্যাতি লাভ করেন। ফলে চিকিৎসক সমাজের প্রথম সারিতে স্থান পান। এই সময় ডা. সূর্যকুমার চক্রবতীর উদ্যোগে বটিশ অ্যাসোসিয়েশন" বাংলা শাখা স্থাপিত হয়। মহেন্দ্রলাল এর কর্মসচিব হন। তিন বছর পর তিনি এর সহসভাপতি হন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনক জার্মানির হ্যানিম্যানের চিকিৎসার প্রতি বেশ কিছু মানু আকৃষ্ট হন। এই চিকিৎসায় খরচও খুব কম। কিন্তু (Bengal Branch of the British Medical Association) এর সেক্রেটারি ও সহ সভাপতি থাকার সময় মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিরুদ্ধে মত দেন।পরে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী হয়ে ১৮৬৭ সালে ওই অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সভায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর কতগুলি দোষ ভ্রুটি উল্লেখ করে হ্যানিম্যানের প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করেন। এর ফলে তিনি ভারতীয় ও সাহেব ডাক্তারের বিরাগভাজন হন। অ্যাসোসিয়েশন থেকে মহেন্দ্রলাল বহিষ্কার করা হয়। তাই তিনি নিজের পত্রিকা প্রকাশের জন্য ১৮৬৭ Calcutta jonmal of Medicine পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার জীবিতকালে তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। রাজেন্দ্র দত্ত নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের প্রভাবে ডা. মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সানলিধ্যে এসেছিলেন এবং তার চিকিৎসাও করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এদেশের পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আন্দোলন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এরপরে তৎকালীন বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য তেমন কিছুই হয়নি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য পৃথক একটি সসসথা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছিলেন ডা. মহেনলাল সরকার। ১৮৬৯ সালে আগস্ট সংখ্যায় ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন পত্রিকার একটি প্রবন্ধ লেখেন তিনি। সেখানে তিনি বলেন, 'লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশন ও ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্সের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মধারা অনুসারে কাজ হইতে পারে এমন একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। অর্থ ও অন্যান্য ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ফাদার লাফোঁ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আবুদল লতিফ, জয়কৃষ্ণ ও প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজ এবং অনেকে। ১৮৭৬ সালে ২৯ জুলাই ২০১ বহুবাজার স্ট্রিট এর ভাড়া বাড়িতে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফল দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা হয়। বাড়িটি পরে ৩০ হাজার টাকায় কিনে নেওয়া হয়। তারও পরে তৈরি করা হয়েছিল নতুন বাড়ি। তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে এই বাড়ির শিলান্যাস করেন। ল্যাবরেটরি ও সাজ সরঞ্জাম সমেত বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয় ১৮৯০ সালে।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠার পর প্রথম তিরিশ বছর এই প্রতিষ্ঠানের কার্যবলী নিবন্ধ ছিল শিক্ষাদান ও সাধারণ মানুষের মধ্য বিজ্ঞান চেতনা প্রসার। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা প্রসার। কুসংস্কারচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের এই প্রচার তখন খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। পদার্থ বিজ্ঞানে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক রেভারেন্ড লাফৌ, রসায়নে তারাপ্রসন্ন রায় প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত এখানে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, উতিদ বিজ্ঞান ও ভূবিদ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইএসসি পরীক্ষার্থীরা এখানে নিয়মিত ক্লাস করতে আসতেন। পরে কলেজগুলোতে এইসব বিষয়ে পৃথক বিভাগ খোলার পর এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাদানের এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয় এবং সম্পূর্ণবপে গবেষণা পরিচালনার কাজে মনোযোগ দেয়।

> শ্রমিকদরদী ডা. মহেন্দ্রনাল সরকারের উদ্যোগে এ সম্মেলন গৃহীত প্রস্তাবে চা শ্রমিকদের দুরাবস্থা দূর করার দাবি জানানো হয়। তিনি শ্রমিকদের অপমানসূচক কুলী শব্দ ব্যবহার আপত্তি করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও ছিলেন। বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা ডা. মহেন্দ্রনালই করেন।

মৌলিক গবেষণার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম তৎপরতা দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব থেকে। ১৯০২ সালে এখান থেকে ড. সরসীলাল সরকার কেলাসিত কপার ফোরাসায়ানাইডের ওপর সাফল্যের সঙ্গে গবেষণা করেন। এরপর রসিকলাল দত্ত ও আরও কয়েকজন ছাত্র রসায়নের ওপর বেশ কিছু গবেষণামূলক কাজকর্ম শুরু করেন। ১৯০৬ সাল থেকে নিয়মিতভাবে এই সমিতিতে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। সেকালেকলকাতা আবহাওয়া অফিসের কাজ. একমাত্র ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েল থেকেই পরিচালিত হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অবশ্য সমিতি এই কাজ বন্ধ করে দেয়। ১৯০৭ সালে এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে গবেষণা শুরু করেন সরকারি কাজে নিযুক্ত হওয়া সি ভি রমন। আত আস্তে রমনের গবেষণালব্ধ কাজগুলি আন্তর্জাতিক পত্রিকাসমূহ যেমন নেচার, ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল রিভিউ ইত্যাদিতে প্রকাশিত হতে থাকে। অবশেষে সংক্রান্ত তার গবেষণা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে ১৯২৮ সালে 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের মাধ্যমে এবং ১৯৩০ সালে তিনি এজন্য নোবেল পুরস্কার পান। এইভাবে ডা. মহেনরলাল সরকারের স্বপ্নপূরণ হল। তারপর থেকেই বিজ্ঞানের মৌল গবেষণায় বহুবিধ সাফল্য অর্জন করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৪ সালে সংস্থার কার্যভার গ্রহণ করেন ড় মেঘনাদ সাহা। তিনি এক পরিকল্পনা রচনা করে এই সমিতিকে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণাগারে পরিণত করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জমি কেনা, বাড়ি তৈরি ও খরচ চালানোর অর্থ মগর করে কেন্দ্রী সরকার। ১৯৫১-৫২ সালে যাদবপুরে সংস্থা স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫২ সালে সভার প্রথম বেতনভোগী ডিরেক্টর হল ড় মেঘনাদ সাহা। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠানটির একটি হলঘর ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। অ্যাসোসিয়েশনই একমাত্র জায়গা ছিল। ফলে গোটা দেশ থেকে এখানেই কাজ করার জন্য জড়ো হতেন বিজ্ঞানীরা। সমগ্র জাতির বিজ্ঞানমনস্কতা গঠনে এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ডা. মহেনরলাল সরকারের জীবিভাবস্থায় সংস্থায় মৌলিক গবেষণার কাজ শুরু করা যায়নি। তাইতিনি এ নিয়ে অত্যন্ত অখুশি ছিলেন। ১৯০২ সালে বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি বলেন "বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আমাদের এই অনাগ্রহের কী ব্যাখ্যা দেব আমি জানি না। আমি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছি, যে একটি বিজ্ঞান সভা স্থাপনের প্রকল্প হাতে নিয়ে আমি ভুল করেছি। তবে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টায় আমি আমার জীবন নষ্ট করলাম।"

কেবল বিজ্ঞান গবেষণা নয় সামাজিক দায়িত্ব পালনেও ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার পিছপা ছিলেন না। মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর নির্ধারণ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন। ফলে ১৮৭২ সালে ম্যারেজ অ্যাক্ট ১১১ পাশ হয়। ১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। শ্রমিকদরদী ডা. মহেন্দাল সরকারের উদ্যোগে এ সম্মেলন গৃহীত প্রস্তাবে চা শ্রমিকদের দুরাবস্থা দূর করার দাবি জানানো হয়। তিনি শ্রমিকদের অপমানসূচক কুলী শব্দ ব্যবহার আপত্তি করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও ছিলেন। বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা ডা. মহলালই করেন। তার নামে হাওড়া আমরা রেলপথের মন্সিরহাট স্টেশনটির নাম মহেনরলাল নগর রাখা হয়েছে। ১৯০৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভিকে সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটিতে ৩৮-তম হুনার হাট উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১২ মার্চ (হি.স.) : গুয়াহাটিতে জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম আয়োজিত ৩৮-তম হুনার হাট-এর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। হাটের আয়োজন করেছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি। হুনার হাট আজ শনিবার থেকে আগামী ২০ মার্চ পর্যন্ত স্থানীয় খানাপাড়ায় ভেটেরিনারি কলেজ ময়দানে শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নকভিকে সঙ্গে নিয়ে হুনার হাট উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ড শর্মা বলেন, "মেলায় প্রদর্শিত সূক্ষ্ম হস্তশিল্পগুলি আমাদের আদিবাসী কারিগরদের অতুলনীয় দক্ষতাকে প্রতিফলিত করেছে। এই সকল কারিগরদের মধ্যে অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের শিল্প, নৈপুণ্য, রন্ধনপ্রণালী এবং সংস্কৃতিকে সর্বহভারতীয় স্তরে প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি, অসম সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স দফতরে মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস, গুয়াহাটি উন্নয়ন, নগরোন্নয়ন এবং জলসেচ দফতরের মন্ত্রী অশোক সিংহল, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, গুয়াহাটির সাংসদ কুইন ওঝা, রাজ্যসভার সাংসদ ভূবনেশ্বর কলিতা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট দফতর, বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন হুনার হাটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

হুনার হাট উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ উপস্থিত সকলে স্টল পরিদর্শন করেন। তাঁরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হস্তশিল্পীদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করে দেশীয় খাবারও উপভোগ করেন সকলে। 'হুনার হাট'-এ দেশের ২৮-এর বেশি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মহিলা সহ ৬০০-এর বেশি কারিগর অংশ নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই প্রথম 'হুনার হাট'-এর আয়োজন করা হয়েছে। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত 'হুনার হাট'-এ মোট ৩০০টি স্টল খোলা হয়েছে। হাটে বিরল হস্তনির্মিত দেশীয় পণ্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী খাবারের সম্ভার নিয়ে এসেছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া 'মেরা গাঁও মেরা দেশ', 'বিশ্বকর্মা ভাটিকা', সার্কাস ইত্যাদি সহ দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেলফি পয়েন্ট গুয়াহাটিতে উদ্বোধিত 'হুনার হাট'-এর প্রধান আকর্ষণ।

'হুনার হাট'-এ প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন শিল্পী যেমন সুরেশ ওয়াদকর, মহালক্ষ্মী আয়ার, অমিত কুমার, সুদেশ ভেঁসলে, জুবিন গর্গ, আলতাফ রাজা, কল্পনা পাটোয়ারি, হুমসিকা আয়ার, অর্চনা শর্মা, উপাসনা সিং, দিক্ষু শর্মা, পদ্মনাভ বরদলৈ, সুনিতা ভুইয়াঁ, রানি ইন্দ্রানী, ভূমিকা মালিক, রেখা রাজ, মোহিত খান্না, প্রিয়া মালিক, রীতেশ মিশ্র, গুঞ্জন সাক্সেনা, জুনিয়র মেহমুদ, নেহা খানের মতো দেশের প্রখ্যাত শিল্পী সাংস্কৃতিক ও সঙ্গীতানুষ্ঠান উপস্থাপন করবেন।

'হুনার হাট'-এ কারিগর ও বিভিন্ন স্তরের শিল্পীদের অমূল্য 'ঐতিহ্য রক্ষা, সংরক্ষণ, প্রচার'-এর অংশীদার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। কারিগর এবং শিল্পীদের 'ক্ষমতায়নের একটি দক্ষ প্রচেষ্টা 'হুনার হাট'। এই 'হুনার হাট' গত ৭ বছরে প্রায় ৮ লক্ষ কারিগর এবং শিল্পীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে। উদ্বোধনের পর নিজের অফিশিয়াল টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'গুয়াহাটিতে জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম আয়োজিত ৩৮-তম হুনার হাট-এর উদ্বোধন করতে পেরে আনন্দিত। হুনার হাট আয়োজনের জন্য আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভিকে ধন্যবাদ জানাই।' এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'হুনার হাট স্থানীয় এবং স্বনির্ভর ভারতের জন্য ভোকালের ভাবনাকে উৎসাহিত করবে।'

হাফলঙে তীব্র জল-সঙ্কট, পাঁচ-ছয়শো টাকায় অপরিশোধিত জল কিনছেন নাগরিকরা

হাফলং (অসম), ১২ মার্চ (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর শৈলশহর হাফলঙে তীব্র জল-সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গত এক মাস থেকে হাফলং শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করেনি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ।

বৃষ্টির অভাবে জলের উৎসস্থলগুলি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে জলের জন্য তীব্র হাহাকার শুরু হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে হাফলং শহরে আগামী কিছুদিনের মধ্যে জলের সঙ্কট আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে বলে মনে করছেন নাগরিকরা।

দীর্ঘদিন থেকে অসমের এই পাহাড়ি জেলায় জলের সমস্যা সাধারণ মানুষের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। অথচ পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার বা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ তেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। শুকনোর মরশুম আসার সঙ্গে সঙ্গেই জলের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে।

হাফলং শহরে প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকেই জলের সমস্যা দেখা দেয়। এবার মার্চের মাঝামাঝি আসতে না-আসতেই জলের সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করতে শুরু করেছে।

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জলের উৎসস্থলগুলি শুকিয়ে যাওয়ার দরুন শহরে পানীয় জল নিয়মিত সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে জলের উৎসস্থলগুলি শুকিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পাহাড়ি নদীতেও জল শুকিয়ে গেছে। এমন-কি শহরে বহু জায়গায় কুয়োর জলও শুকিয়ে গেছে। এতে সমস্যা আরও বেড়ে গেছে।

সাধারণ মানুষকে জল কিনতে হচ্ছে। হাফলং শহরে এখন প্রতি হাজার লিটার জল বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা করে। তা-ও আবার অপরিশোধিত জল। তবু বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষ অপরিশোধিত জল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

ডিমা হাসাও জেলায় এখন জুম চাষের সময়। তাই এই সময় পাহাড়ে গাছপালা জ্বালিয়ে জুম চাষের ব্যবস্থা করেন গ্রামবাসীরা। কারণ ডিমা হাসাও জেলার গ্রামঞ্চলের ৯০ শতাংশ মানুষই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। এই জুম চাষের জন্য গাছপালা জ্বালিয়ে দেওয়ার দরুন এর প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। এছাড়া পাহাড়ি নদী থেকে পাথর তুলে নেওয়ার দরুনও নদীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। আর এই সব কারণেও পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে এসেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের ব্যাখ্যা, বনাঞ্চল যেভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং পাহাড়ি নদী থেকে পাথর তুলে নেওয়া হচ্ছে, এতে আগামী দু তিন বছরে মধ্যে অসমের এই জেলায় জলের সঙ্কট ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

তবে কেন্দ্রীয় সরকার জলজীবন মিশনের অধীনে পাহাড়ে জলের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলে এখনও তা ফলপ্রসূ হয়নি। গত ১৯ জানুয়ারি হাফলঙে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা হাফলং শহরে পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে ১১০ কোটি টাকা প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তবে এই প্রকল্পে ১১০ কোটি টাকা অনুমোদন পেলে হয়ত হাফলং শহরে পানীয় জলের সঙ্কট কিছুটা দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে সচেতন নাগরিক মহল।

পদত্যাগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত নির্ধারণ হয়নি শপথের দিনক্ষণ

পানাজি, ১২ মার্চ (হি.স.) : শনিবার গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত রাজভবনে রাজ্যপাল পিএস শ্রীধরন পিল্লাইয়ের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। বিজেপি রাজ্যে জয়ের পরে নতুন সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত করার জন্যএকধাপ এগিয়ে গেল।

এদিন ইস্তফা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাওয়ান্ত বলেন, 'নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সোমবার হাউস ভেঙে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গোয়ায় আসবেন নতুনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করতে।' সাওয়ান্ত এখন গোয়ার তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন একটি টুইটে, সাওয়ান্ত লিখেছেন, 'আমার পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করার জন্য এদিন রাজভবনে রাজ্যপাল জি-এর সঙ্গে দেখা করেছি। পরবর্তী প্রক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল আমাকে তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।' বিজেপি গোয়ায় একক বৃহত্তম দল হিসাবে বিজেপি ২০ টি আসন জয় করেছে, কংগ্রেস ১১টি আসন নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে। নির্দলপ্রার্থীরা তিনটি আসন জিতেছে এবং দুটি করে আসন আম আদমি পার্টি (আপ) এবং মহারাষ্ট্রবাদী গোমান্তক (এমজিপি) পেয়েছে। রেভল্যুশনারি গোয়ান্স পার্টি এবং গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি (জিএফপি) একটি করে আসন পেয়েছে।

উমরাংসোতে সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত চার এএসটিসি বাসের যাত্রী

উমারংসো (অসম), ১২ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যের অন্যতম শিল্পনগর ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসোতে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছ উমারংসোর ১৬ কিলো এলকায় ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির কাছে আজ শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ।

উমরাংসো থানা সূত্রে জানা গেছে, অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর এএস ২০ নম্বরের একটি বাস লংকা থেকে উমরাংসো আসার পথে ১৬ কিলো এলাকায় ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লিংকার বোঝাই এএস ০১ এইচএ ০৯৬৩ নম্বরের ট্রাকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে।

সংঘর্ষের ফলে যাত্রীবাহী বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এতে বাসের সামনের আসনের চার যাত্রী গুরুতর আহত হওয়ার পাশাপাশি অন্য বেশ কয়েকজন যাত্রী অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন।

খবর পেয়ে উমারাংসো পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গুরুতর আহত চার যাত্রীকে স্থানীয় সরকরি হাসপাতালে এনে ভরতি করেছে। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে উমরাংশু হাসপাতালে।

এক যাত্রী জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর-পরই অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাস চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছেন। যাত্রীটি জানিয়েছেন, বাস চালকের ভুলের জন্যই এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। তিনি বলেন, ডালমিয়া সিমেন্টে ফ্যাক্টরির কাছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল লড়িটি। কিন্তু বাস চালক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লরিটির পাশ কাটে যাওয়ার পিছন দিকে ধাক্কা মারে।

অর্জুন সিংয়ের বাড়ির কাছেই তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে উদ্ধার বাক্স ভর্তি বোমা

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : ফের ভাটপাড়ায় উদ্ধার হল প্রচুর বোমা। বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়ির একেবারে কাছেই শনিবার সকালে বোমা উদ্ধার হয়। অভিযোগ, মেঘনা মোড়ের কাছে তৃণমূল কাউন্সিলর সুনীতা সিং-এর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় অন্তত ৪৫ টি বোমা। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে জগদ্দল থানার পুলিশ।

ভাটপাড়ায় বোমা উদ্ধার হওয়ার ঘটনা প্রথম নয়। আগেও একাধিকবার একই অভিযোগ উঠেছে। তবে পুরভোটের পর ফের একই ঘটনা সামনে আসায় প্রশ্ন উঠেছে সাংসদের নিরাপত্তা নিয়ে। আরও একবার অর্জুন সিং দাবি করেছেন, নবান্নে বসে তাঁকে খুনের ছক কষা হচ্ছে। সাংসদের বাড়ির চারপাশে রয়েছে একাধিক সিসিটিভি। তারপরও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ভাটপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুনীতা। এদিন তাঁর বাড়ি থেকেই বাক্স ভর্তি বোমা ও দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল জগদ্দল থানার পুলিশ। ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং-এর বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে এ ভাবে বোমা উদ্ধার হওয়ায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। দেখা যাচ্ছে একাধিক বাক্সে রাখা হয়েছে সেই বোমা। এর আগে অর্জুন সিং-এর বাড়ির সামনে বোমাবাজির ঘটনায় তদন্তে এসেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআই। সাংসদ হওয়ায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাও পান অর্জুন। তারপরও বোমা উদ্ধার হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা নিয়ে।

সাংসদ অর্জুন সিং-এর দাবি, সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে শুক্রবার রাত থেকে এলাকায় বোমা নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন কাউন্সিলর সুনীতা সিং-এর ছেলে নমিত সিং। লোকজনকে বোমা নিয়ে তাড়া করছে বলেও অভিযোগ সাংসদের। সেই ছবিও নাকি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। আর তাঁর বাড়ি থেকেই বোমা ও দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান সাংসদ। তাঁর দাবি, এ সব দেখেও পুলিশ নমিত সিংকে ধরছে না। পুলিশ দুষ্কৃতীদের সাহায্য করছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

সাংসদের অভিযোগ, পুলিশ বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে আদতে নমিতকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তিনি জানান, নবান্ন থেকে তাঁকে খুনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।অন্যদিকে, এ দিন সকালে বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং ও প্রমোদ সিং তাঁকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ জানান কাউন্সিলরের ছেলে নমিত সিং। তিনি জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রমোদ সিংকে আটক করেছে। যদিও এই ঘটনা প্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিং-এর মন্তব্য, 'নমিত যদি বোমা নিয়ে তাড়া করে, তাহলে লোকে কি পুজো করবে?' তাণ্ডব চালানোর জন্য ক্ষিপ্ত জনতা নমিতকে মেরেছে বলে দাবি করেন অর্জুন।

জবলপুরে রানওয়ের বাইরে বেরিয়ে গেল বিমান, সুরক্ষিত সমস্ত যাত্রী

জবলপুর, ১২ মার্চ (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে রানওয়ে থেকে অনেকটাই বেরিয়ে গেল একটি বিমান। শনিবার একটি এয়ার অ্যালায়েন্স এয়ার এটিআর-৭২ বিমান জবলপুরে রানওয়ে থেকে বেরিয়ে যায়। দিল্লি থেকে প্রায় ৫৫ জন যাত্রীকে নিয়ে জবলপুরে রানওয়েতে নামে বিমানটি। সুরক্ষিত রয়েছেন সমস্ত যাত্রী।

এয়ার অ্যালায়েন্স বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা নিরাপদে আছেন এজন্য আমরা সত্যি ভাগ্যবান। তাঁদের নিরাপত্তাই আমাদের অগ্রাধিকার। যদিও আমরা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সমস্ত নিরাপত্তা নীতি অনুসরণ করি, আমরা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য দুঃখিত এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।' কেমন এমনটা হয়েছে, তা আপাতত তদন্তের পরই জানা যাবে।

মানকাচরের বেঙেরভিটায় বাইক দুর্ঘটনা, হত নাবালক

মানকাচর (অসম), ১২ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা সদর মানকাচরের বেঙেরভিটায় এক বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে নাবালক আরোহীর। নিহতকে মনিত জামান (১৬) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দুর্ঘটনাটি আজ শনিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ মানকাচরের কালাপানি পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত বেঙেরভিটা গ্রামে সংঘটিত হয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, নিজের বাইকে চড়ে বেঙেরভিটা গ্রাম থেকে কালাপানি আসছিল মনিত জামান। কিন্তু রাস্তায় একটি টর্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে বাইক সহ মনিত ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায়। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় মানুষজন তৎক্ষণাৎ তাকে বেঙেরভিটা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক মনিত জামানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ মৃতদেহটি হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

এবার ইতালিতে আটক রুশ প্রমোদতরি

রোম, ১২ মার্চ (হি.স.) : এবার ইইউর নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা রুশ প্রমোদতরি আটক করল ইতালি। জানা গেছে, ৫৭ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার মূল্যের রুশ ধনকুবেরের বিলাসবহুল একটি প্রমোদতরি আটক করেছে ইতালি। প্রমোদতরিটির মালিক রাশিয়ার ধনকুবের আন্দ্রে ইগোরিভিচ মেলনিচেঙ্কো।ইতালির ফাইন্যান্স পুলিশ এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের তথ্যমতে, 'এসউয়াইএ' মডেলের ইয়টটি (প্রমোদতরি) ইতালির উত্তর-পশ্চিম ত্রিইয়েস্তের বন্দরে অবস্থান করছিল। এই মডেলটি বিশ্বের অন্যতম ইয়টগুলোর মধ্যে একটি।এর আগে, একটি সুপার ইয়ট জব্দ করেছে জার্মানি। সেটির মূল্য ৬০ কোটি মার্কিন ডলার। ওই ইয়টের মালিক রুশ ধনকুবের আলিসার উসমানোভ। তিনিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন- ইইউর নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছেন।প্রসঙ্গত, ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের কারণে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ইউরোপীয় কাউন্সিল। এতে অনেক রুশ ধনকুবেরের পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞার কবলে। ইইউসহ যুক্তরাষ্ট্র এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ হচ্ছে, যাতে করে রুশ অর্থনৈতিক খাতকে পঙ্গু করে দেওয়া যায়।

আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে বিস্ফোরণে সাতজন আহত

হেলমান্দ, ১২ মার্চ (হি.স.) : আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় হেলমান্দ প্রদেশের মারজা জেলার একটি বাড়িতে একটি ডিভাইস বিস্ফোরণে একই পরিবারের সাতজন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, পরিবারের শিশুরা একটি খেলনা-পছন্দের ডিভাইস খুঁজে পেয়ে খেলতে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু শুক্রবার দেরিতে ডিভাইসটি বন্ধ হয়ে গিয়ে বিস্ফোরণে বাবা-মাসহ সাতজন জখম হন। আহত শিশুদের মধ্যে দু''জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এছাড়া শুক্রবার আফগানিস্তানের ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী শহর মাইমানায় বিস্ফোরক যন্ত্রের বিস্ফোরণে দুই শিশু আহত হয়েছে।

এবার আপ-এর নজরে হিমাচল প্রদেশ, শিমলায় সত্যেন্দ্রর নেতৃত্বে রোড-শো

শিমলা, ১২ মার্চ (হি.স.): দিল্লির বাইরে পঞ্জাবে ক্ষমতা অর্জন করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ)। পঞ্জাবের পর এবার আপ-এর নজরে হিমাচল প্রদেশ, প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে কেজরিওয়ালের। শক্তি প্রদর্শনের জন্য শনিবার হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলায় রোড-শো করেন আপ কর্মীরা, রোড-শো''র নেতৃত্বে ছিলেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আপ নেতা সত্যেন্দ্র জৈন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সত্যেন্দ্র জৈন বলেছেন, 'পঞ্জাবের পর এবার হিমাচল প্রদেশের পালা। আমরা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হিমাচল প্রদেশের ৬৮টি আসনেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।' জৈনের কথায়, 'আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হিমাচল প্রদেশে সরকার গঠন করবে আম আদমি পার্ট। এখানে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা।'

জম্মু-কাশ্মীরের ৪-৫টি স্থানে এনকাউন্টারে নিকেশ ৪ জঙ্গি, ধৃত এক সন্ত্রাসী

শ্রীনগর, ১২ মার্চ (হি.স.): জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি-দমন অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা, গান্ডেরবাল ও হান্দওয়ারা জেলার ৪-৫টি স্থানে সুরক্ষা বাহিনীর অভিযান-এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৪ জন জঙ্গি। জীবিত গ্রেফতার করা হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীকে। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'শুক্রবার রাতে ৪-৫টি স্থানে আমরা যৌথ অভিযান শুরু করি। এখনও পর্যন্ত পুলওয়ামা জেলায় নিকেশ হয়েছে এক পাকিস্তানি-সহ দু''জন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। গান্ডেরবাল ও হান্দওয়ারাতে একজন করে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। হান্দওয়ারা ও পুলওয়ামাতে অভিযান সামপ্ত। পাশাপাশি জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে একজন জঙ্গিকে।' আইজিপি আরও জানিয়েছেন, 'পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে পাকিস্তানি জইশ কমান্ডার কামাল ভাই, ২০১৮ সাল থেকে সে সক্রিয় ছিল।'

কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে হান্দওয়ারা জেলার রাজওয়ার এলাকার নেচামায় জঙ্গিদের সঙ্গে পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনীর গুলির লড়াই শুরু হয়। এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে একজন লস্কর জঙ্গি। গান্ডেরবাল জেলাতেও নিকেশ হয়েছে একজন সন্ত্রাসী।

পুলওয়ামা জেলার চেওয়াকলান এলাকাতেও শুক্রবার রাতে অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। পুলওয়ামা জেলায় নিকেশ হয়েছে পাকিস্তানি জঙ্গি কামাল ভাই-সহ দু''জন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি।'

১৫ মার্চ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরোদমে ক্লাস : শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি

ঢাকা, ১২ মার্চ (হি.স.): আগামী ১৫ মার্চ, মঙ্গলবার থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরোদমে শুরু হবে ক্লাস। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এর ফলে বহু দিন পর স্বাভাবিক শিক্ষাকার্যক্রমে ফিরছে বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি শনিবার ঢাকার টিকাটুলিতে শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের ভবন উদ্বোধন করেন। পরে তিনি জানান, আগামী ১৫ মার্চ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরোদমে শুরু হবে ক্লাস।

এর আগে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় গত ২১ জানুয়ারি দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। সংক্রমণ কিছুটা কমে আসায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সশরীরে ক্লাস শুরু হয় গত ২ মার্চ। এবার ১৫ মার্চ থেকে পুরোদমে শুরু হবে ক্লাস। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হলেও এতদিন যে শর্তারোপ ছিল, তা মেনে চলতে হবে।

কোকরাঝাড়ের রাইমনা সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে চোরাশিকারি-বনবাহিনীর সংঘর্ষ, আহত তিন

কোকরাঝাড় (অসম), ১২ মার্চ (হি.স.) : বিটিআর এলাকাধীন কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত রাইমনা সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে চোরাশিকারি এবং বনবাহিনীর মধ্যে সংগঠিত সংঘর্ষে উভয়পক্ষের তিনজন আহত হয়েছেন। চোরাশিকারির হামলায় জখম হয়েছেন বন বিভাগের দুই এনজিও কর্মী যথাক্রমে রণেন্দ্র ওয়ারি এবং জয়ন্ত নার্জারি। এদিকে সংঘর্ষে আহত হয়েছে অনন্ত বসুমতারি নামের এক চোরাশিকারি। আহত সবাইকে কোকরাঝাড়ের আরএনবি হাসপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা করা হচ্ছে।

আজ জেলা সদর বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত রাইমনা সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে চোরাশিকারির এক দল বন্যপ্রাণী শিকারের উদ্দেশ্যে হানা দিয়েছিল। এই খবর পেয়ে বন সুরক্ষা সম্পর্কিত এনজিও কর্মীরা তাদের পাকড়াও করতে অভিযানে নামেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে বনকর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে আচমকা হামলা করে চোরাশিকারিরা। প্রাণ বাঁচাতে বনকর্মীরা হামলার জবাব দেন। এতে অনন্ত বসুমতারি নামের এক চোরাশিকারি আহত হয়েছে।

কলকাতার গেস্ট হাউসে আগুন; মৃত্যু এক বাংলাদেশির, ধোঁয়ায় অসুস্থ দু''জন

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি.স.): ভোররাতে বিধ্বংসী আগুন কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউসে। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে এক বাংলাদেশি মহিলা নাগরিকের। ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও দু'জন। আগুনে পুড়ে গিয়েছে ওই গেস্ট হাউসের ১১টি ঘর। যখন আগুন লাগে তখন ১৭ জন মত আবাসিক ছিলেন সেখানে। বাকিদের নিরাপদে বের করে নিয়ে আসা গিয়েছে। শনিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ৫ নম্বর মির্জা গালিব স্ট্রিটের (ফ্রি স্কুল স্ট্রিট) একটি গেস্ট হাউসে আগুন লাগে। গেস্ট হাউসের দোতলা থেকে দ্রুত এই আগুন ছড়িয়ে যায় আশেপাশে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। একে একে অন্তত ১১টি ঘর পুড়ে খাক হয়ে যায়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসা কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক ওই গেস্ট হাউসে ছিলেন। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে বেরিয়ে আসেন। পরে দমকলের ইঞ্জিনের একঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। খবর পেয়ে সেখানে যান ডিসি সেন্ট্রাল রূপেশ কুমার। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান দমকলের। পুলিশ জানিয়েছে, ঘন কালো ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। মৃতা বাংলাদেশের বাসিন্দা। নাম শামিমাতুল আফরোজ (৬০)। চিকিৎসার জন্যই কলকাতায় আসেন ওই বাংলাদেশি বৃদ্ধা। বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। দেহ উদ্ধারের পর দেখা যায়, দেহে পুড়ে যাওয়ার ক্ষত না থাকলেও মূলতঃ শ্বাসকষ্টেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর বলেই প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি ধোঁয়ার জেরে শ্বাসরুদ্ধ হয়েই অসুস্থ হয়েছেন আরও দু''জন। তাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের নাগরিক মেহতাব আলম (৪২) এবং মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা মইনুল হক (৩৫)। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গেস্ট হাউসটির বেশিরভাগ অংশই। দমকল কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এসি মেশিন থেকে শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে দমকলের অনুমান। তবে প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন দমকল আধিকারিকরা।

বাঁকুড়ায় ফের হাতির রহস্য-মৃত্যু, চাষের জমি থেকে উদ্ধার দেহ

বাঁকুড়া, ১২ মার্চ (হি.স.): বাঁকুড়ায় ফের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল একটি হাতির। শনিবার চাষের জমি থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি হাতির মৃতদেহ। বাঁকুড়া সদর থানা এলাকার চুয়াগাড়া গ্রামের ঘটনা। এদিন সকালে চাষের জমিতে পূর্ণবয়স্ক হাতির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে গ্রামে যান বন দফতরের কর্মীরা। বন দফতর সূত্রে খবর, হাতির মৃতদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হাতির শুঁড়ে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কি-না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বন দফতর জানিয়েছে, এই মুহূর্তে বেলিয়াতোড় ও বড়জোড়া রেঞ্জে ৬৩টি হাতি রয়েছে। বাঁকুড়ায় একের পর এক হাতির মৃত্যুতে যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে বন দফতর।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

রান্নাঘরে মজুদ এই পাঁচ উপকরণ দিয়ে কিন্তু মোটেই রূপচর্চা নয়

ত্বকের পরিচর্যায় বাজার চলতি উপাদানের চেয়ে সব সময় ঘরোয়া উপাদানের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কারণ বাজার ডলতি সব উপকরণেই কিন্তু কিছু না কিছু ভেজাল মেশানোই থাকে। এছাড়াও এমন কিছু রাসায়নিক উপাদান থাকে যা ত্বকের জন্য একেবারেই ভাল নয়। এছাড়াও দিনের পর দিন যদি বাজার চলতি প্রসাধনী ব্যবহার করেন তাহলে ত্বকের উপকারের থেকে অপকারই বেশি হয়।

ত্বক কুঁচকে যায়। একাধিক দাগ, ছোপ আসে। ত্বক লাল হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে কিন্তু সেখান থেকে ত্বকের ক্যানসারও হতে পারে। রান্নাঘরে শুধু তাই নয় এমন কিছু উপাদান আছে, যা সূর্যের ক্ষতিকর ডড্ঝঞ রশ্মির সঙ্গে মিশে ত্বকে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ফলে মুখ চুলকোয়। লাল হয়ে যায়। একাধিক ত্বকের সমস্যাও দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, যাঁদের ত্বক সংবেদনশীল তাঁদের কিন্তু সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়। তাঁরা যদি লেবুর রস ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু ত্বকে ফোসকা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

লেবু- লেবুর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি। লেবু আমাদের ত্বকের জন্য খুবই ভাল। লেবুর মধ্যে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড, যা ত্বক পরিষ্কার রাখে। তবুও কিন্তু লেবু সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশেষত যাঁদের লাল ভাব, জ্বালা এসব সমস্যা হতে পারে। তাই সংবেদনশীল ত্বকের ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলুন দারুচিনি।

আপেল সিডার ভিনিগার- অনেকেই ত্বকের জন্য আপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহার করেন। কিন্তু ত্বকের জন্য মোটেই ভাল নয় এই উপাদান। এতে ত্বকের সমস্যা বাড়ে। সেই সঙ্গে পোড়া ভাব আসে। ত্বক রুক্ষ্ম হয়ে যায়। ত্বকের অম্লত্ব-ক্ষারত্ব কিন্তু একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।

ভেজিটেবল অয়েল- রান্নায় ব্যবহার করলে স্বাদ বাড়ে, ব্যবহার করুন কেক তৈরি করতেও। কিন্তু মুখে কোনও ভাবেই লাগাবেন না এই তেল। এই তেল ত্বকে লাগালেই একাধিক সমস্যা আসতে পারে।

থাকা অনেক উপকরণই আমরা রূপচর্চায় কাজে লাগাই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই কয়েকটি উপাদান একেবারেই ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে ত্বকের সমস্যা কমে না, উল্টে জটিল হতে পারে। সংবেদনশীল ত্বক। লেবুর রসের মধ্যে যে অ্যাসিড থাকে তার থেকে ফাইটোফোটোডার্মাটাইটিস হতে পারে। ফলে ত্বক পুড়ে যেতে পারে। দারুচিনি- দারুচিনিও কিন্তু ত্বকের জন্য একদম ভাল নয়। ত্বকে ডার্মাটাইটিস, পিটিরিয়াসিস রোজা যেমন ইরাপশন লাইকেনয়েড ডার্মাটাইটিস ইত্যাদি হতে পারে। এছাড়াও অ্যালার্জির সমস্যা বাড়তে পারে। তাই কোনও ভাবেই এই তেল ব্যবহার করবেন না।

যেভাবে ওটস খেলে কমবে ওজন দ্রুত

বিশেষজ্ঞদের মতে, ওটমিলের সঙ্গে সঠিক প্রোটিন-জাতীয় খাবার যোগ করা দ্রুত ওজন কমাতে সহায়তা করে।

সকালে নাস্তা হিসেবে ওটসের সঙ্গে সবজি, টক দই বা অল্প মিষ্টির 'গ্রানোলা, চর্বি ছাড়া মাংস, ডিম ইত্যাদি খাওয়া উপকারী বেশি।

ওটস আঁশ-জাতীয় খাবারম, যা হজমে সহায়তা করে। কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বিকভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে বলে মনে করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

নিউ জার্সি ভিত্তিক পুষ্টিবিদ ক্রিস্টা ব্রাউন 'ইট দিস নট দ্যাট' ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "ওজন কমাতে খাবার তালিকায় ওটস যোগ করতে চাইলে তা সকালে খাওয়া উচিত। আর এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন-জাতীয় উপাদান যোগ করা কার্যকর।"

যে কারণে ওটসে প্রোটিন যোগ করলে দ্রুত ওজন কমায়

ব্রাউন জানান, তিনি ওজন কমাতে চান এমন ব্যাক্তিদের প্রথমেই ওটমিল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। এর সঙ্গে মজাদার কাঠ-বাদাম বা চিনা বাদামের মাখন যোগ করে স্বাদ বাড়ানো যেতে পারে। ওটমিলে আছে আঁশ যা ক্ষুধা মেটায় ও অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখে। ফলে দুই বেলার খাবারের মাঝে বাড়তি নাস্তা খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ বাড়তি ক্যালরি গ্রহণের ঝুঁকিও কমে যায়। আমেরিকান জার্নাল অব নিউট্রিশন অনুযায়ী, সকালের নাস্তায় উচ্চ প্রোটিন-ধরনের খাবার খাওয়া সারাদিনের খাবারের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর সঙ্গে নাস্তায় ওটমিল রাখা আঁশের ঘাটতিও পূরণ করে। তাই ওজন কমাতে চাইলে সকালের নাস্তায় ওটমিলের সঙ্গে প্রোটিন যোগ করা উপকারী।

বাড়তি প্রোটিন যোগ করার উপায় ওটমিলের সঙ্গে বাড়তি প্রোটিন যোগ করতে চাইলে এতে বাদামের বাটার, চিয়া বীজ, তিসির বীজ, বাদাম বা মুরগির মাংস ও ডিম যোগ করা যায়। এছাড়াও চাইলে রাতের খাবারে প্রোটিন সমৃদ্ধ ওটসের মেনু রাখা যেতে পারে।

অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অবশিষ্ট খাবার রাখার জন্য উপযুক্ত নয়

সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করলে রেফ্রিজারেইটরে খাবার চারদিন পর্যন্ত ভালো থাকে। অনেকেই খাবার সংরক্ষণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করেন, যা সঠিক উপায় নয়। যে কারণে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করা ঠিক নয় ওয়াশিংটন স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেল'য়ের বরাত দিয়ে, রিডার'স ডাইজেস্টের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, "আমাদের মতো ব্যাক্টেরিয়ার বেঁচে থাকতেও বাতাসের প্রয়োজন। খাবারে বিষক্রিয়া তৈরি করে এরকম কিছু ব্যাক্টেরিয়া আছে যা উচ্চ তাপেও নষ্ট হয় না।" "গরম খাবার ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় দুই ঘণ্টার বেশি রাখলে দ্রুত ব্যাক্টেরিয়া জন্মে।" খাবারের বাড়তি অংশ সংরক্ষণে অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এতে খাবার সম্পূর্ণ বায়ুরোধী অবস্থায় থাকে না। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ, লিন্ডসে ম্যালন বলেন, "বাতাস প্রবেশ করায় এতে দ্রুত ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে। তাই সংরক্ষক সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা প্রয়োজন। না হলে খাবার দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

কুসুম আর লেবুর রসে খুশকি যাবে জলে ভেসে

ঘন-কালো চুল কে না চায়। এমন আকাঙ্ক্ষা নারী-পুরুষ উভয়েরই থাকে। কিন্তু অনেকের চুল বাড়ে না। খুশকিতে নাকাল। নেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি। কিন্তু আপনি যদি চুলের সঠিক যত্ন করেন, তবে চুল বাড়বে, লম্বা হবে এবং মাথার ত্বকও থাকবে পরিষ্কার।

ডিমে থাকা পুষ্টি উপাদান চুলকে মজবুত করতে সহায়তা করে।

সেইসঙ্গে চুলের বৃদ্ধিও হবে কার্যকর। আর লেবুতে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান চুলকে পরিষ্কার করে। লেবু ও ডিমের কুসুম মিলে মাথার ত্বককে সুস্থ করে, চুল লম্বা ও মজবুত করে। খুশকি দূর করতেও বেশ সহায়ক ডিম। সঙ্গে লেবুর রস যোগ করলেই হবে। ভারতের জীবনধারা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট বোল্ডস্কাইয়ের এক প্রতিবেদনে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে নিমিষেই দূর হবে আপনার খুশকি। চলুন, দেখে নেওয়া যাক-

উপাদান ১. একটি ডিমের কুসুম ২. দুই টেবিল চামচ তাজা লেবুর রস ব্যবহারের পদ্ধতি ১. ডিম ভেঙে কুসুম আলাদা করে একটি বাটিতে রাখুন। ২. বাটিতে লেবুর রস দিন এবং ভালো করে মেশান। ৩. এবার চুলে মিশ্রণটি ভালো করে লাগান। ৪. শাওয়ার ক্যাপ দিয়ে চুল ঢেকে রাখুন। ৫. ৩০ মিনিট পর তুলে ফেলুন। ৬. এবার চুল শ্যাম্পু করুন।

চাইনিজ পছন্দ করেন, আজ রাতেই নুডলসের সঙ্গে ট্রাই করুন লেমন বাটার

বাঙালিরা বিশেষ করে যাঁরা মোহনবাগানের অন্ধভক্ত, তাঁদের কাছে চিংড়ির যে কী মাহাত্ম্য, তা বলার নয়। তবে চিংড়ি শুধু বাঙালির প্রিয় নয়, সারা বিশ্বের কাছেই বেশ লোভনীয় একটি পদ। চিংড়ির মালাইকারি, ডাব চিংড়ির পদ তো হামেশাই এখন হেঁসেলে তৈরি হয়, কিন্তু এবার ট্রাই করুন একটু অন স্বাদের চিংড়ির রেসিপি।

চাইনিজ খেতে কে না পছন্দ করেন। শিশু থেকে প্রবীণ, সকলের কাছেই চাইনিজ ডিশ বেশ পছন্দের। বাঙালিয়ানায় যেমন চিংড়ি মাস্ট, তেমন চাইনিজ পদগুলিতেও রয়েছে চিংড়ি মাছের কদর। বিভিন্ন রান্নায় চিংড়ির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে আপনি যদি খুব সহজে ও দুরন্ত স্বাদের চিংড়ি. মাছের পদ খোঁজেন, তাহলে লেমন বাটার প্রন বানিয়ে নিতে পারেন। চটপট কিছু বানিয়ে নেওয়ার জন্য রাতের ডিনারে তৈরি করুন এই সহজ রেসিপিটি. কীভাবে বানাবেন, কী কী উপকরণ লাগবে, তা জেনে নিন একনজরে উপকরণ ৪/৫টি গলদা চিংড়ি ৪০ গ্রাম মাখন ২/৩ চা চামচ রসুন বাটা ২/৩ চা চামচ আদা বাটা ২/৩ চা চামচ লঙ্কা বাটা ১টা পাতিলেবুর রস ১ কিউব কটেজ চিজ ১ চা চামচ অরিগ্যানো ১ চা চামচ চিলিফ্লেক্স ১ চা চামচ নুন ১ কাপ সাদা তেল পদ্ধতি এই সুস্বাদু রেসিপিটি তৈরি করার আগে, গলদা চিংড়িগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপরে জল ঝরিয়ে নিয়ে পাতিলেবুর রস, নুন, গোলমরিচ, রসুন বাটা দিয়ে এক ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। তারপরে একটা ফ্ল্যাট প্যানে অলিভ বা যে কোন ভেজিটেবল অয়েল ২ চামচ,সঙ্গে মাখন করে মিনিট ২/৩ পরে চিংড়িমাছগুলো দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে, এপিঠ-ওপিঠ করে ফ্রাই করে নিতে পারেন, ইচ্ছে হলে মাছগুলোকে কাঠি ঢুকিয়ে সোজা রাখা যায়। মাছগুলো ভাজা ভাজা হয়ে এলে আদা বাটা,রসুনবাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে অল্প করে স্যতে করে নিতে হবে। কিছুক্ষণ বাদে গ্রেভির টেক্সটচার চেঞ্জ হয়ে লাল হয়ে এলে গ্যাস একদম কম করে নিন। খেয়াল রাখতে হবে একদম যেন গ্রেভি শুকিয়ে কড়াইতে লেগে না যায়। এর পরে মাছগুলোর উপরে চিজ কুড়িয়ে দিতে হবে। অরিগ্যানো, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে গ্যাস বন্ধ করে ঢাকা দিয়ে চিজ মেল্ট হয়ে গেলেই তৈরি হয়ে যাবে লেমন বাটার প্রন। যাঁরা চিংড়ি মাছ ও চাইনিজ খাবার পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এই রেসিপিটি দুরন্ত হতে পারে। ফ্রায়েড রাইস বা নুডলস সব কিছুর সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন।

যেসব খাবার মূত্রত্যাগের মাত্রা বাড়ায়

শরীরকে বাড়তি পানি ও লবণ বের করে দেওয়ার ইঙ্গিত দেয় সেগুলোকে বলা হয় 'ডাইইউরেটিক ফুড'।

নিউ ইয়র্কের টোটাল ইউরোলজি কেয়ার'য়ের 'ইউরোলজিস্ট', 'ইউরো-গাইনোকোলজিস্ট', 'সার্জন' এবং 'মেডিকেল ডিরেক্টর' ডা. এলিজাবেথ কাভালার বলেন, "যে খাবারে পানির মাত্রা বেশি সেটাই মূলত প্রস্রাবের মাত্রা বাড়াবে। যেমন ফল, সুপ, সারাদিনে গ্রহণ করা সকল তরল ইত্যাদি।"

ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "তবে এগুলো সবই 'ডাইইউরেটিক' নয়। এগুলোতে শুধু পানি বেশি, তাই মূত্র তৈরি হয় খাবার, 'অ্যালকোহল' ইত্যাদি। এদের মধ্যে ক্যাফেইন বাদে কোনোটাই 'ডাইইউরেটিক' নয়। এগুলো মূত্রত্যাগের মাত্রা বাড়ায় কারণ এর কারণে মূত্রথলিতে অস্বস্তি হয়। তবে এদের প্রভাবে বৃক্কে বাড়তি মূত্র তৈরি হয় না।"

তবে কফি বা 'ক্যাফেইন' 'ডাইইউরেটিক' এবং তা বৃক্কে অস্বস্তি সৃষ্টি করে।

তাহলে কোনগুলো 'ডাইইউরেটিক'? সেটাও জানিয়েছেন এই 'ইউরোলজিস্ট'

ফল ঃ-

ডা. কাভালার বলেন, "ফলের মধ্যে তরমুজ, আঙুর, জাম ইত্যাদি 'ডাইইউরেটিক'। আনারস আর লেবুও একই প্রভাব সৃষ্টি করে।"

সবজি ঃ-

'ড্যানডেলিয়ন' ও 'হিবিসকাস', যা সাধারণত ভেষজ চা হিসেবে পান করা হয়।

সোডা ঃ-

মূত্রথলির জন্য সোডা ক্ষতিকর। এতে থাকে 'ক্যাফেইন'। ফলে তা ডাইইউরেটিক এবং বৃক্কে অস্বস্তি তৈরি করে। পাশাপাশি সোডায় থাকে অনেকগুলো ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান, উচ্চমাত্রায় 'অক্সালেট'। 'অক্সালেট' হলো বৃক্কে সৃষ্টি হওয়া পাথরের প্রধান উপাদান।"

বার বার জলবিয়োগের বেগ আসায় যদি বিরক্ত হন, তবে প্রথমেই তরল গ্রহণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। শরীরের প্রয়োজনে বেশি তরল গ্রহণ করলে তা মূত্র হিসেবে বের হবেই। ফলে বারবার

বেশি এবং বার বার জলবিয়োগের বেগ দেখা দেয়।" তিনি আরও বলেন, "যেসব খাবার কিংবা পানীয় মূত্রথলিতে অস্বস্তি সৃষ্টি করে সেগুলোর কারণেও জলবিয়োগের মাত্রা বেড়ে যাওয়া সম্ভব। যেমন, 'ক্যাফেইন', ঝাল ও মসলাদার খাবার, 'সিট্রাস' বা লেবু-জাতীয় শসা, অ্যাসপারাগাস, বিট, সেলেরি ইত্যাদির 'ডাইইউরেটিক' গুণাগুণ আছে। পেঁয়াজ আর রসুনও এই তালিকার থাকবে।

লতাগুল্মস পার্সলে হজমতন্ত্র দিয়ে খুব দ্রুত পার হয়ে যায় এবং শরীরে মূত্র উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। এছাড়াও আছে শৌচাগার যেতে হবে।

অপরদিকে শরীরের মূত্র উৎপাদন বাড়ায় এমন খাবার শরীরের জন্য সবসময় উপকারী নয়।

পরিমাণ সবসময়ই মুখ্য বিষয়। অতিরিক্ত গ্রহণ করলে পানি যেমন শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তেমনি 'ডাইইউরেটিক' খাবারও।

ঘরেই করতে পারেন চুলের স্পা

চুলের আর্দতা ধরে রাখতে সপ্তাহে একদিন স্পা করা উপকারী। প্রতিদিনকার দূষণ, ধুলাবালি চুলের ক্ষতি করে। এছাড়াও তাপীয় যন্ত্র ব্যবহার ও রং করা চুলের জন্য ক্ষতিকর। আর এসব থেকে চুল রক্ষা করতে স্পা উপকারী। স্যালনে না গিয়েও নিজেই চুলে স্পা করার ধাপ সমূহ সম্পর্কে জানা যায় 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে।

মাথের ত্বকে তেল দিয়ে মালিশ করা চুলে স্পা করার প্রথম পর্যায়ে চুল মসৃণ করতে ও মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে এর মালিশ করা প্রয়োজন। চুলের উপকারী যে কোনো তেল যেমন- নারিকেল বা জলপাইয়ের তেল মাথার ত্বকে আলতোভাবে মালিশ করুন। এতে মানসিক চাপ কমবে ও আরাম অনুভূত হবে। 'স্টিমার' বা গরম তোয়ালে দিয়ে মাথায় ভাপ নেওয়া তেল যেন মাথার ত্বকে প্রবেশ করে ও কিউটিকলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে তাই পরের ধাপে গরম পানিতে তোয়ালে ডুবিয়ে পানি চিপে ফেলে মাথায় চুলসহ পেঁচিয়ে ভাপ দিতে হবে। তোয়ালে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত একই কাজ করতে থাকুন। পরের ধাপে যাওয়ার আগে অন্তত ১৫ মিনিট ঠিক মতো ভাপ দিতে হবে। তেল ধুয়ে ফেলা এই পর্যায়ে সালফেট মুক্ত মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিতে হবে। ভালো মতো শ্যাম্পু করে চুলের সব ময়লা দূর করতে হবে। স্পা ক্রিম ব্যবহার 'হেয়ার স্পা'র গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল গভীর থেকে কন্ডিশন করে এমন স্পা ক্রিম ব্যবহার করা। ক্রিমের বদলে কেউ চাইলে ঘরে তৈরি উপাদান দিয়ে 'হেয়ার মাস্ক' ব্যবহার করতে পারেন। দই, ডিম, কলা ও মধু মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে চুলে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। ধোয়া শেষ ধাপে চুল ধুয়ে স্পা ক্রিম দূর করে নিন। স্পায়ের পরে চুল শুকানোর জন্য তোয়ালে দিয়ে জোরে ঘষবেন না বা 'ব্লো ড্রাই' করবেন না বরং প্রাকৃতিক বাতাসে চুল শুকাতে দিন।

গবেষণায় দেখা গেছে এক শতাংশ ওমেগা-থ্রি গ্রহণ অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়

বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে, আইএমআইএম-এর 'কার্ডিওভাসকুলার রিস্ক অ্যান্ড নিউট্রিশন রিসার্চ গ্রুপ'য়ের গবেষণার লেখক অ্যালেক্স সালা-ভিলা বলেন, "নিয়মিত তৈলাক্ত মাছ খাবার তালিকায় যুক্ত করে রক্তে এই অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি করা আয়ু প্রায় পাঁচ বছর বাড়ানো সক্ষম।"

তিনি আরও বলেন, "নিয়মিত ধূমপান জীবন থেকে প্রায় ৪.৭ বছর আয়ু কমিয়ে ফেলে যা ওমেগা-ত্রি গ্রহণ করার মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব।"

গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, রক্তে চার ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যা মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাসে ভূমিকা রাখে।

এর মধ্যে দুটি স্যাচুরেইটেড অ্যাসিড রয়েছে যা উচ্চ মাত্রায় গ্রহণ হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

সালা-ভিলা বলেন, "সব স্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরের জন্য খারাপ নয়।"

গবেষকরা গবেষণার উপসংহারে জানান, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাব ভিন্ন হতে পারে।

সালা-ভিলা বলেন, "গবেষণার ফলাফল তুচ্ছ নয়। সঠিক খাদ্যাভ্যাস জীবনে যাপনে আমূল পরিবর্তন আনে। তাই, এটা শুরু করতে খুব বেশি দেরি করা বা তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়।"

'দি আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন' সপ্তাহে দুবার তৈলাক্ত মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেয়। গবেষকরা বলছেন, তারা জনসংখ্যার একটি বড় অংশের ওপর ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে আরও গবেষণা করবেন।

একই সময়ে 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন' সপ্তাহে দুদিন তৈলাক্ত মাছ যেমন- স্যামন, ম্যাকারেল, হেরিং, লেক ট্রুট, সার্ডিন ও টুনা ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শ দেয়। প্রতি পরিবেশনে ৩.৫ আউন্স রান্না করা তৈলাক্ত মাছ বা এক কাপ গুঁড়া মাছ খাওয়া যেতে পারে বলে জানান, বিশেষজ্ঞরা।

অন্য আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি মাছ খাওয়া আয়ু বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও ভূমিকা রাখে।

ওমেগা-থ্রি নিয়ে করা এটাই প্রথম গবেষণা নয়। ২০১৮ সালে বিএমজি'তে প্রকাশিত ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত গড়ে ৭৪ বছর বয়সি ২,৬২২ জনের ওপর করা গবেষণা থেকে জানা যায় তারা কোনো মানসিক বা শারীরিক দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন কি-না।

রক্তে ওমেগা-থ্রি তেলের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, রক্তে এর মাত্রা বেশি থাকা বয়সের ছাপ ও অস্বাস্থ্যকর বলিরেখা ১৮ শতাংশ পর্যন্ত ধীর করতে পারে। জানা যায়, নিউ ইয়র্ক টাইমস'য়ের প্রতিবেদন থেকে। "আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সামদ্রিক মাছ থেকে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড গ্রহণ করেছেন তারা দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনযাপন করেন। তাই, বেশি সামুদ্রিক মাছ খাওয়া উচিত," বলেন, গবেষণার প্রধান লেখক ও ট্রাফট ইউনিভার্সিটির 'পোস্ট ডক্টরাল ফেলো', হেইডি টি.এম.লাই।

দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সম্ভাবনাময় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে প্রযুক্তি : প্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ১২ মার্চ (হি.স.): দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সম্ভাবনাময় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে প্রযুক্তি। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, নিরাপত্তা বাহিনীতে থাকার জন্য শুধুমাত্র শারীরিক প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়, এখন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরাও শারীরিকভাবে সুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তা সেক্টরে অবদান রাখতে পারেন। শনিবার গুজরাটের গান্ধীনগরের রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন গান্ধীনগরের রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবন জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই নতুন ক্যাম্পাস জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগাবে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, বিভিন্ন স্থানে সেনা মোতায়েনের সুবিধার্থে এই স্থানে প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল ইংরেজরা। এরপর কয়েক দশক ধরে রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলার জন্য যে সুদক্ষ সেনা ও পুলিশ কর্মীর প্রয়োজন সেই লক্ষ্যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সেনা জওয়ানদের দেখলেই আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে দেশবাসীর মনে, এই বিশ্ববিদ্যালয় সুনাম বাজার রেখে এগিয়ে চলেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, কোভিড-লকডাউনের সময় অনেক পুলিশ সদস্যকে আমরা দেখছি অভাবীদের কাছে খাবার ও ওষুধ পৌঁছে দিতে। মানুষ দেখেছে পুলিশের মানবিক মুখ।

মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে সব লুঠ, বেলেঘাটা কাণ্ডে পর্দাফাঁস, দুষ্কর্মের পান্ডা স্বামীই

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি স)। ডাকাতির তদন্তে নেমে সরষের মধ্যেই ভূত খুঁজে পেল পুলিশ। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ডাকাতদল টাকা-সোনা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন বেলেঘাটা নিবাসী এক মহিলা। তাঁকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ করেন। তদন্তে নেমে ডাকাতি কাণ্ডের সর্দার হিসেবে তাঁরই স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। স্ত্রীর কাছে প্রচুর টাকা রয়েছে ভেবে তিনিই ভাড়াটে গুন্ডা লাগিয়ে ডাকাতির ছক ফাঁদেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

গত ২১ জানুয়ারি থানা-পুলিশের দ্বারস্থ হন পেশায় আইনজীবী এক মহিলা। জানান, ঘটনার দিন বাড়িতেই ছিলেন তিনি। সেই সময় একদল দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে পড়ে। মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁকে টাকা-সোনা সব বার করে দিতে বলেন। আতঙ্কে সেঁধিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কোনও প্রতিবাদই করেননি। সেই অবস্থায় লক্ষাধিক টাকা এবং সোনার গহনা লুঠ করে ডাকাতের দল। চম্পট দেওয়ার আগে তাকে বেধড়ক মারধরও করা হয় বলে জানান। নিগ্রহের শিকার ওই মহিলা সেইসময় পুলিশকে জানান যে, ডাকাতের দল এক নির্মম ভাবে মারধর করে তাকে, যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে।

সেই ঘটনায় লুঠ, খুনের চেষ্টার মামলা দায়ের করে পুলিশ। বিশদে তদন্ত শুরু হয়। বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতারও করে পুলিশ। কিন্তু তদন্তে নেমে গোড়া থেকেই বেশ কিছু জায়গায় হোঁচট খেতে হয় তাদের। ধৃতদের বয়ান ঘিরেও ধন্দ তৈরি হচ্ছিল। সেই সংক্রান্তসব তথ্য-প্রমাণ একত্রিত করে সন্দেহ গিয়ে পড়ে মহিলার স্বামীর উপর। শেষমেশ ওই মহিলার স্বামীকে সম্প্রতি গ্রেফতার করে পুলিশ। মহিলার স্বামীও পেশায় আইনজীবী। কিন্তু পুলিশের দাবি, তিনি ডাকাতির মূল চক্রী।

পুলিশ জানিয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ কিছু দিন ধরেই বনিবনা হচ্ছিল না। প্রায়শই অশান্তি লেগে থাকত সংসারে। অভিযুক্তের ধারণার ছিল, তাঁর স্ত্রীর প্রচুর টাকা রয়েছে, যা কি না কোটির অঙ্কও চাড়িয়ে যায়। সেই মতো ওই টাকা হাতানোর পরিকল্পনা শুরু করেন তিনি। নিয়োগ করেন ভাড়াটে গুন্ডা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে চেয়েছিলেন অভিযুক্ত।

সেই মতো আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে সব লুঠ করে নিয়ে যাওয়ার ফন্দি বার করেন। তাঁর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই বাড়িতে হানা দেয় ভুয়ো ডাকাতের দল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও ডাকাতি এবং খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার শিয়ালদহ আদালতে তোলা হবে তাঁকে। সেখানে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বিশদ তথ্য জানতে চায় পুলিশ।

হোলির পরই শপথ নিতে পারেন যোগী, মোদী ও নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন দিল্লিতে

লখনউ, ১২ মার্চ (হি.স.): আগামী ৫ বছরের জন্য উত্তর প্রদেশ ফের বিজেপির, শুধু শপথ নেওয়ার অপেক্ষা। শোনা যাচ্ছে, হোলির পরই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন যোগী আদিত্যনাথ। রবিবারই দিল্লিতে যাচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ, দিল্লিতে গিয়ে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। দেখা করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গেও। তারপরই হয়তো ঠিক হতে পারে যোগী কবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন।

উত্তর প্রদেশের ৪০৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে এবার ২৫৫টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। পুরানো সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শুক্রবারই রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন যোগী আদিত্যনাথ। এবার নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার অপেক্ষা। বিজেপি সূত্রের খবর, হোলির পরই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন যোগী আদিত্যনাথ।

১৮০-কোটি ছুঁইছুঁই টিকাকরণ, নতুন মাইলফলকের দোরগোড়ায় ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.): ভারতে ১৮০-কোটির দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে কোভিড-টিকাকরণ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত দেশে সার্বিক টিকাকরণ ১৭৯.৯১-কোটির গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৫১১ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৭৯.৯১-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৭৯,৯১,৫৭, ৪৮৬ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে কোভিড-পরীক্ষা পৌঁছে গিয়েছে নতুন মাইলফলকে, শনিবার সকাল পর্যন্ত ৭৭.৭৭-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৮,২১,১২২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৭,৭৭,৫৮,৪১৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৮,২১,১২২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৬১৪ জন।

ইউক্রেনে আটকে থাকা নেপালিদের উদ্ধার, মোদীকে ধন্যবাদ শের বাহাদুরের

কাঠমান্ডু ও নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.): যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউক্রেনে আটকে রয়েছেন বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা। ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও নেপালের নাগরিকরাও ইউক্রেনে আটকে রয়েছেন। ভারত সরকারের ”অপারেশন গঙ্গা”-র আওতায় ইউক্রেনে আটকে থাকা অন্যান্য দেশের নাগরিকদেরও উদ্ধার করা হচ্ছে। ইউক্রেন থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৪ জন নেপালি নাগরিককে। ইতিমধ্যেই ওই ৪ জন নেপালি নাগরিক পৌঁছে গিয়েছেন নিজেদের দেশে। আর তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা। নেপালের ৪ জন নাগরিককে ”অপারেশন গঙ্গা”-র অধীনে ইউক্রেন থেকে উদ্ধার করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা। শনিবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইউক্রেন থেকে ভারত হয়ে নেপালে ফিরেছেন ৪ জন নেপালি নাগরিক। অপারেশন গঙ্গার অধীনে নেপালি নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্য ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ। প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র নেপাল নয়, ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ও তিউনিসিয়ান নাগরিকদেরও ”অপারেশন গঙ্গা”-র অধীনে ইউক্রেন থেকে উদ্ধার করেছে ভারত। উদ্ধার করা হয়েছে পাকিস্তানি নাগরিকদেরও।

১৩-ঘন্টা চলল কমান্ডার স্তরের পঞ্চদশতম বৈঠক, বিবাদ মেটানোর জন্য চাপ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.): টানা ১৩-ঘন্টা ধরে চলল ভারত ও চিনের মধ্যে কর্পস কমান্ডার স্তরের পঞ্চদশতম বৈঠক। শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ পূর্ব লাদাখের চুশূল-মলডো মিটিং পয়েন্টে শুরু হয় কর্পস কমান্ডার স্তরের পঞ্চদশতম বৈঠক, বৈঠক শেষ হয় রাত এগারোটা নাগাদ, টানা ১৩-ঘন্টা ধরে চলে বৈঠক। ২০২০ সালের এপ্রিল-মে মাস নাগাদ যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, তা নিরসনের জন্য ১৩-ঘন্টার বৈঠকে অবশিষ্ট ফ্রিকশন পয়েন্টগুলির সমাধানের জন্য চাপ দেয় ভারত।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) পেরিয়ে চিনা পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র অনুপ্রবেশের পরেই অশান্তির সূচনা হয়। কূটনৈতিক এবং সেনা স্তরের আলোচনার মধ্যেই ২০২০-র ১৫ জুন গালওয়ানে সংঘর্ষে প্রাণ হারান ২০ জন ভারতীয় জওয়ান। এখনও পর্যন্ত ১৫ দফায় কর্পস কমান্ডার স্তরের বৈঠক হল। সূত্রের খবর, পঞ্চদশতম বৈঠকে বিবাদ মেটানোর জন্য রীতিমতো চাপ দিয়েছে ভারত।

আগের সরকারের মেয়াদ শেষ, মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা প্রমোদ সাওয়ান্তের

পানাজি, ১২ মার্চ (হি.স.): আগের সরকারের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাই গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ভাবী মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। শনিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল পি এস শ্রীধরণ পিল্লাইয়ের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন প্রমোদ সাওয়ান্ত। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রমোদ সাওয়ান্ত কবে শপথ নেবেন, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে এদিন প্রমোদ সাওয়ান্তকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেছেন, 'তাঁরা (এমজিপি) আমাদের সমর্থন দিয়েছেন। পর্যবেক্ষক এখনও আসেননি।' প্রসঙ্গত, গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে ৪০টি আসনের মধ্যে ২০টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি, কংগ্রেস জিতেছে ১১টি আসনে এবং মহারাষ্ট্রওয়াড়ি গোমন্তক জিতেছে দু”টি আসনে।

মেটিয়াবুরুজে ছুরিকাহত একই পরিবারের চারজন, আটক অভিযুক্ত

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : মেটিয়াবুরুজের মিঠাতলা এলাকার ধারাল অস্ত্রের কোপ একই পরিবারের চারজনকে। শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তকে যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন বাবা ও তাঁর তিনছেলেমেয়ে। আহতদের নাম মহম্মদ নাসিম, মহম্মদ জসিম, মহম্মদ আশরাফ এবং মুসকান খাতুন। মহম্মদ নাসিম তাঁদের বাবা। ছুরি দিয়ে তাঁদের আঘাত করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া যুবকের নাম মহাম্মদ শাহবাজ ওরফে হাতিম।আ হতদের মধ্যে মুসকান খাতুন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। গুরুতর আহত অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে মুসকানকে ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করার কথা বলেছিলেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু বেড পাওয়া যায়নি। রাতভর হাসাপাতালের বাইরে বসে থাকতে হয় মুসকানকে। শনিবার বেলা বাড়লে মুসকানের পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে যায় মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। সেখানেও জায়গা হয়নি। আপাতত তাকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহম্মদ আশরাফের মাথায় আঘাত লেগেছে। বাকিরাও কমবেশি আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে এর আগেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এখনও মামলা চলছে। ওই যুবক মাদকে আসক্ত বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ; সরকার গঠনের দাবি ভগবন্তের, ১৬ মার্চ ভগৎ সিংয়ের গ্রামে শপথ

চন্ডীগড়, ১২ মার্চ (হি.স.): রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করে পঞ্জাবে সরকার গঠনের দাবি জানালেন পঞ্জাবের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। শনিবার সকালেই রাজভবনে পৌঁছে যান ভগবন্ত মান, রাজভবনে পৌঁছনোর পর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন তিনি এবং পঞ্জাবে সরকার গঠনের দাবি জানান। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভগবন্ত মান বলেছেন, 'আমি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছি, আমাদের বিধায়কদের সমর্থনের চিঠি রাজ্যপালের হাতে তুলে দিয়েছি এবং সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছি। রাজ্যপাল জানতে চেয়েছেন আমরা কোথায় শপথ নিতে চাই। আগামী ১৬ মার্চ দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ ভগৎ সিংয়ের গ্রাম খাটকার কালানে হবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান।'

ভাবী মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান আরও বলেছেন, 'পঞ্জাবের সমস্ত ঘর থেকে মানুষ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসবেন, তাঁরা ভগৎ সিংকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। আমাদের একটি ভালো মন্ত্রিসভা থাকবে, ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত-যা আগে কখনও নেওয়া হয়নি-এমনটাই করা হবে। সুতরাং, আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।' শপথ নেওয়ার প্রাক্কালে রবিবার, ১৩ মার্চ অমৃতসরে রোড-শো করবেন ভগবন্ত মান, উপস্থিত থাকবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। প্রসঙ্গত, বিজেপি, কংগ্রেস, অকালি-র মতো দুঁদে দলকে ধুয়েমুছে সাফ করে ১১৭টি আসনের মধ্যে ৯২টি আসন জিতে পঞ্জাবে ক্ষমতায় এসেছে আপ।

দার্জিলিং মোড়ে যানজট সমস্যা মেটাতে নতুন সড়ক নির্মাণের বরাদ্দ দিল কেন্দ্রীয় সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ (হি. স.) : দার্জিলিং মোড়ে যানজট সমস্যা মেটানোর জন্য নতুন সড়ক নির্মাণের বরাদ্দ দিল কেন্দ্রীয় সরকার। মাটিগাড়ার বালাসন সেতু থেকে শুরু করে দার্জিলিং মোড়, চম্পাসারি, চেকপোস্ট হয়ে শালুগাড়ার সেনা ছাউনি পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক (পূর্বতন ৩১ নম্বর) সম্প্রসারণের সবুজ সংকেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক। এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৯৯৫ কোটি টাকা। শনিবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি টুইট করে সেকথা জানিয়েছেন।

রাস্তাটি কোথাও চার লেন, আবার কোথাও ছয় লেনের তৈরি হবে। দার্জিলিং মোড়ে সম্ভবত ছয় লেনের রাস্তার ব্যবস্থা থাকবে। দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে আশাবাদী কেন্দ্র। দার্জিলিং মোড়ের যানজট সমস্যায় নিত্যদিন ভুগতে হয় সাধারণ মানুষকে। মাটিগাড়ার খাপরাইল মোড় থেকে শুরু করে চম্পাসারি মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ যানজট হয়, শুধুমাত্র দার্জিলিং মোড়ের সরু রাস্তার জন্য। তাই মাটিগাড়ার যেখানে চার লেনের এশিয়ান হাইওয়ে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু করে খাপরাইল মোড়, দার্জিলিং মোড়, চম্পাসারি মোড়, চেকপোস্ট মোড় হয়ে ভক্তিনগর থানার সামনে দিয়ে রাস্তাটি চার অথবা ছয় লেনের তৈরি করার দাবি উঠেছিল।

এই রাস্তার দাবিতে বহু আন্দোলনও হয়েছে। অবশেষে কেন্দ্র এই ছাড়পত্র দেওয়ায় আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যেই নতুন রাস্তা নির্মাণ হয়ে গেলে সমস্যা দূর হবে বলে আশাবাদী সকলেই। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে শহরেও খুশির হাওয়া। শিলিগুড়ির বিধায়ক ডঃ শংকর ঘোষ দীর্ঘদিনের দাবি মেনে কেন্দ্র এই বরাদ্দ দেওয়ায় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এর ফলে শুধু শিলিগুড়িই নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং উত্তরপূর্ব ভারতের মানুষ উপকৃত হবেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

রাজ্য বাজেটে বঞ্চিত আসানসোল, ক্ষোভ জিতেন্দ্র তিওয়ারির

আসানসোল, ১২ মার্চ (হি. স.) : রাজ্য বাজেট নিয়ে তোপ দাগল আসানসোলের বিজেপি নেতৃত্ব। রাজ্য বাজেটের কোথাও আসানসোল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কোনওরকম অর্থ বরাদ্দ হয়নি বলে অভিযোগ, আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র এবং বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির। কেন টাকা বরাদ্দ হল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। গাড়ুই নদীর সংস্কার নিয়েও কোনও অর্থ বরাদ্দ হয়নি বলে অভিযোগ।

জিতেন্দ্রবাবুর অভিযোগ, ”আসানসোলের বর্তমান মেয়রের সদিচ্ছা থাকলেও গাড়ুই নদীর সংস্কার করা সম্ভব হবে না। কারণ আসানসোল পুরসভার ওই আর্থিক ক্ষমতা নেই।” স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তাঁর দাবি, চেয়ার বাঁচানোর জন্য তৃণমূল নেতারা চুপ করে থাকছেন। রাজ্যের এই সরকার কেন্দ্রের টাকাও নিতে দেবে না। আবার আসানসোলকে নিজেরাও টাকা দেবে না।” রাজ্য সরকারের কাজে স্বাভাবিকভাবেই আসানসোল বঞ্চিত হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। যদিও কোনও অভিযোগই মানতে চায়নি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। জিতেন্দ্রর দাবিকে গুরুত্ব না দিয়ে রাজ্য বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছেন আসানসোলের বর্তমান মেয়র তৃণমূলের বিধান উপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সময়মতো সবদিক ভেবেই গাড়ুই নদীর সংস্কার হবে।

সেচ দফতর ইতিমধ্যেই এই নদীর সংস্কারের জন্য কাজ শুরু করেছে। আপাতত চারটি প্রকল্প রাজ্য সেচ দফতরের কাছে পাঠিয়েছে।” মেয়রের দাবি, দুই-একদিনের মধ্যেই সেগুলো অনুমোদন পেয়ে যাবে। গাড়ুই নদীর সংস্কারের কাজে গতি আনতে কাজ চলছে। দফায় দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আসানসোল পুরসভায়। শুক্রবার সকাল থেকে নদীর গতি প্রবাহ পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে। আসানসোল শহরে নদীর প্রবেশ মুখ থেকে ডামরা পর্যন্ত গতি প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হবে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

সাধারণ ধর্মঘট সফল করার ডাক বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : প্রস্তাবিত সাধারণ ধর্মঘট সফল করার ডাক দিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। শনিবার তিনি এক বিবৃতিতে লিখেছেন, "মোদী সরকারের জনবিরোধী, শ্রমিক বিরোধী এবং দেশ বিরোধী ধ্বংসাত্মক নীতির বিরুদ্ধে "জনগণকে বাঁচাও এবং জাতিকে বাঁচাও" এই আহ্বান জানিয়ে ১২ দফা দাবীতে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহ আগামী ২৮-২৯ মার্চ ২০২২ সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এই ধর্মঘটের সমর্থনে ওই দুই দিন গ্রাম ভারত বনধের ডাক দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধর্মঘটকে সফল করে তুলতে শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচার ও প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে। রাজ্যের কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনগুলিও সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে গ্রাম বাংলায় ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ধর্মঘটকে সফল করতে প্রচার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। দেশ ও দেশের শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকার সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে বামফ্রন্ট দুই দিনের সাধারণ ধর্মঘটকে সমর্থন করছে।

এই ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করে তুলতে বামফ্রন্টের নেতৃত্ব, সংগঠন ও কর্মীদের প্রচার প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করে এবং সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় থাকার জন্য বামফ্রন্ট আহ্বান জানাচ্ছে।সাম্প্রতিক অতীতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ডাকা শ্রমজীবী জনগণের ধর্মঘটকে ভাঙতে পশ্চিমবঙ্গে তৎপরতা দেখিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস। এরাজ্যের বিগত দশ বছরের অভিজ্ঞতাতে স্পষ্ট যে, জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। যে কোনো ধরণের স্বৈরাচারী আক্রমণকে উপেক্ষা করে এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে বামফ্রন্ট।"

১৪ মার্চ থেকে শুরু বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব, রাজ্যসভা পাবে অতিরিক্ত ১৯ ঘণ্টা

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.): ভারতে কোভিডের সংক্রমণ নিরন্তর হ্রাস পাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে আগামী ১৪ মার্চ (সোমবার) থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। আগামী সোমবার বেলা এগারোটা থেকেই রাজ্যসভা ও লোকসভায় স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হবে। তবে, কোভিডের সতর্কতা এখনও থাকছেই। সংসদের উভয়কক্ষে থাকবে কোভিড-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ।

লোকসভা ও রাজ্যসভা, সংসদের উভয়কক্ষে সাংসদের বসার ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলতে হবে। এছাড়াও প্রেস গ্যালারিতে সীমিত বসার আসন-সহ মিডিয়ার জন্য সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার আগের মতোই থাকছে। প্রসঙ্গত, বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ১৪ মার্চ বেলা এগারোটা থেকে, চলবে আগামী ৮ এপ্রিল পর্যন্ত।

সূত্রের খবর, বাজেট অধিবেশনে প্রত্যহ অতিরিক্ত ১ ঘন্টা করে চলবে সভা। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন প্রত্যহ ১০-৩ টের বদলে, ১১ থেকে ৬টা পর্যন্ত চলবে সভা। রাজ্যসভাও কাজের জন্য অতিরিক্ত ১৯ ঘণ্টা সময় পাবে বলে সূত্রের খবর। জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইন সংক্রান্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত ৬৪ ঘণ্টা সময় পাবে রাজ্যসভা।

পঞ্জাবের জয়কে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গেও ঝাঁপাচ্ছে আপ

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটে এ রাজ্যে লড়াই করবে আপ। তাই পঞ্জাব-বিজয়কে সামনে রেখে এ রাজ্যেও ঝাঁপাল খড়্গপুর আইআইটি-র প্রাক্তনী অরবিন্দ কেজরীবালের দল আম আদমি পার্টি (আপ)। কলকাতা-সহ উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে আপ। পঞ্জাবের জয়কে উদ্‌যাপন করতে রবিবার কলকাতার গিরিশ পার্ক থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বিজয় মিছিলও করার কথা আপ-এর।

রাজ্যের আপ নেতৃত্বের বক্তব্য, অনেক আগে থেকেই দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ এবং উন্নয়নের রাজনীতিকে সামনে রেখে এ রাজ্যে ময়দানে নেমেছিল তাঁদের দল। তবে পঞ্জাবের জয় সেই চেষ্টায় 'অক্সিজেন' যুগিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মত, এ রাজ্যে আপ-এর রাজনৈতিক কর্মসূচির ধারা এত দিন বেশ 'ক্ষীণ' ছিল। তবে পঞ্জাবের জয় সেই ধারাকে 'বেগবান' করল বলেই মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর এবং উত্তরাখণ্ড বিজেপি দখল করেছে। গোয়াতেও বিজেপি সরকার গঠনের পথে। কিন্তু পঞ্জাবে সকলকে সাফ করে ক্ষমতা দখল করেছে ঝাড়ু।

এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সদস্য সংগ্রহে নেমেছেন আপ নেতারা। পাশাপাশি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। পোস্টার সাঁটানো হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। সেখানে যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গকেও নিশানা করেছে আপ। শনিবার যেমন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে আপ কর্মীদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দেখা গিয়েছে। আবার মালদহের রতুয়াতেও শিবির করে শুরু হয়েছে আপের সদস্য সংগ্রহ অভিযান। উত্তর ২৪ পরগনার প্রচারমাধ্যমের দায়িত্বপ্রাপ্ত শালু বাজাজের কথায়, "পঞ্জাবে ঐতিহাসিক জয় হয়েছে আমাদের। আপ একটি দুর্নীতিমুক্ত দল। দেশের সর্বত্র এই দলের প্রয়োজন। আমাদের দলে শিক্ষিত লোকজন রয়েছেন। আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। প্রথমে আমরা পঞ্চায়েতে আসার চেষ্টা করব।"

এ রাজ্যে আপের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সঞ্জয় বসুও একই কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, "রাজ্যের ১৫টি জেলায় একসঙ্গে সদস্য সংগ্রহের কাজ চলছে। ১৫টি জেলাতেই কমিটি তৈরি হয়েছে। তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠন শুরু হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য, ২০২৩ সালে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া। ২০২৪ নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা গ্রাম থেকে লড়াই শুরু করব। কারণ, মানুষের জন্য কাজ করাই আমাদের রাজনীতি।"

তবে রাজ্যে আম আদমির প্রবেশকে পাত্তা দিচ্ছে না তৃণমূল। বারাসত টাউনের তৃণমূল সভাপতি অরুণ ভৌমিকের কথায়, "এ রাজ্যে তৃণমূল ছাড়া আর কেউই স্থায়ী সরকার দিতে পারবে না। আমরা আপকে নিয়ে ভাবিত নই। মিসড কল দিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান বিজেপি-ও করেছিল। শুধু আপ কেন, এ রাজ্যে বিএসপি-ও এ লড়েছে। আমরা ও নিয়ে চিন্তিত নই।"

ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা অটোরিক্সা শ্রমিক সংঘের মিছিল আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

দূর্ঘটনায় মৃত কৃতি ছাত্রীর মৃতদেহ পৌছতেই বিলোনীয়ায় শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ মার্চ।। শনিবার দুপুরে বিলোনিয়ার আমলাপাড়া স্থিত নিজ বাড়িতে এসে পৌছালো কৃতিসন্তান মধুরিমার নিথর দেহ। গতকাল বিকাল ৩ ঘটিকায় রানীর বাজার,বৃদ্ধিনগর পেট্রোল পাম্পের সামনে একটি বাইট দূর্ঘটনা ঘটে। দুঘর্টনায় প্রয়াত হন বিলোনিয়ার কৃতিসন্তান মধুরিমা। বিলোনিয়ার প্রয়াত ক্রীড়া শিক্ষক মনোব্রত সরকার সকলের প্রিয় লালু দা(কিছু দিন আগে প্রয়াত হয়) এর মেয়ে কৃতিসন্তান মধুরিমা সরকার।

কিছু দিন আগে বাবা,আর এবার পরিবার হারালো তাদের মেয়েকে। মধুরিমা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের কৃতি ছাত্রী ছিলেন ও টিটি খেলায় জাতীয় ও রাজ্য স্তরের হয়ে খেলেছিল,অনেক পুরস্কার ও পেয়েছিল। বাবা প্রয়াত লালু সরকার ছিলেন বিলোনিয়া সি পি আই এম শহর অঞ্চল কমিটির সদস্য। মধুরিমার মৃত্যুতে বিলোনিয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শনিবার দুপুরে বিলোনিয়ার আমলাপাড়া স্থিত নিজ বাড়িতে মধুরিমা পৌঁছামাত্রই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন পরিবার সহ গোটা এলাকাবাসী।

একে একে মধুরিমা কে শেষ বারের মত দেখার জন্য বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করে লোকজন। বিলোনিয়া স্থিত নিজ বাড়ি থেকে পরবর্তী সময়ে তার নিথর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিলোনিয়া সিপিআইএম কার্যালয়ে। সেখানে সিপিআইএমের বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির নেতৃবৃন্দরা শেষ শ্রদ্ধা জানান মধুরিমা কে, এবং পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এরপর মধুরিমার দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিলোনিয়া বনকর মহাশ্মশানে সেখানেই তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আইজলে বাজেয়াপ্ত আরও ৪.১৪ কোটি টাকার মাদক ট্যাবলেট, আটক মহিলা

আইজল, ১২ মার্চ (হি.স.) : মিজোরামের রাজধানী আইজলে বিপুল পরিমাণের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ। বাজেয়াপ্তকৃত নেশার ট্যাবেলটগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে চার কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে জনৈক ড্রাগস কারবারিকে। আইজলের বেথেলহেম বেনথালং এলাকায় বিএসএফ-এর কাছাড়-মিজোরাম ফ্রন্টিয়ার এবং আইজল সেক্টরের যৌথ অভিযানে ট্যাবলেটগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই অভিযানে কেন্দ্রীয় শুল্ক এবং নার্কোটিক বিভাগের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছেন।

আজ শনিবার এই খবর দিয়ে বিএসএফ-এর কাছাড়-মিজোরাম ফ্রন্টিয়ার-এর জনসংযোগ আধিকারিক জানান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে আইজলের বেথেলহেম বেনথালং এলাকায় জনৈক মহিলার হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৭.৫৪১ কিলোগ্রাম ওজনের ৮২ হাজার ৯৫১টি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট। মাদকদ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে জারজলিয়ানি (৪৩)-কে আটক করা হয়েছে। জারজলিয়ানির বাড়ি বেথেলহেম বেনথালঙেই। আরেক ড্রাগস কারবারির হাতে ট্যাবলেটগুলি হস্তান্তর করতে নিয়ে আসছিলেন জারজলিয়ানি। তখনই ট্যাবলেট সমেত হাতেনাতে তাকে আটক করে যৌথ অভিযানাকারী দল।

রাজনগরে বস্ত্রমেলা সুপার ফ্লপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ মার্চ।। ১২ই মার্চ বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে জেলাভিত্তিক বস্ত্র মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ঘটা করে এই মেলার আয়োজন করা হলেও শুক্রবার সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দর্শক আসন ছিল পুরোপুরি শূন্য পাশাপাশি গোটা মাঠ চত্তরও মেলায় প্রবেশ দ্বার ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রদীপ প্রজ্বলন করে মেলার উদ্বোধন করেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হস্ত তাত বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর লক্সমন চন্দ্র বসাক, হস্ত তাঁত উন্নয়ন কর্পোরেশনের আধিকারিক তপন চন্দ্র দেবনাথ, রাজনগর মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সরকার সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা।

সবচাইতে মজার বিষয় হলো মেলার বাজেট ৫ লক্ষ টাকা বলে আধিকারিকরা নিজেরাই স্বীকার করলেও, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষদর্শীরা অন্ধকারে নিমজ্জিত জেলা ভিত্তিক জনশূন্য নিস্তব্ধ মেলার পরিবেশ দেখে যে হতবাক হয়েছেন, এটা বাস্তবিক সত্য। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহলের অভিযোগ এই পাঁচ লক্ষ টাকার জেলা ভিত্তিক হস্ত তাঁত বস্ত্র মেলার কর্তৃপক্ষ কোন খাতে খরচ করে দিন রাত খাটুনি দিয়েছেন সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না কিছুতেই। প্রতিবছর এই জেলাভিত্তিক হস্ত তাঁত বস্ত্র মেলাটি বিলোনিয়া শহরের বুকে পুরাতন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলেও, এবছর কর্তৃপক্ষের অঙ্গুলিহেলনের কারণে শহর থেকে প্রায় ২০কিমি দূরে নিয়ে গিয়ে দায়সারাভাবে কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস চালিয়েছেন বলে সমাজসচেতন ব্যক্তিদের অভিমত। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সরকারের তরফে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন শিল্পীদের স্বনির্ভর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করছেন।

কিন্তু সে জায়গায় সূত্রের খবর অনুসারে, দপ্তরের কিছু আধিকারিক এবং ওনাদের কিছু লোকের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার অভাবে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের এই দুরবস্থা হচ্ছে সারা জেলা জুড়ে। ঢাকঢোল পিটিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করে সরকার থেকে বরাদ্দ অর্থ রাশি গায়েব করার চেষ্টা শুধুমাত্র মেলা কর্তৃপক্ষের এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি এই মেলা নিয়ে কোন ধরনের প্রচার না করে জেলাবাসীদের না জানিয়ে চুপিচাপি সারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মেলা কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে সাংবাদিকরা মেলা প্রাঙ্গণের উপস্থিত হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ পত্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে দায়সারা দায়িত্ব পালন করেন দপ্তরের আধিকারিক। তাহলে এক কথায় বলা চলে রাজ্য সরকারের যে উন্নয়নমূলক চিন্তা ধারা সেটা কিছু দপ্তর এবং কর্তৃপক্ষের মাথামোটা কর্তাদের গাফিলতির কারণে আজ সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে বদনাম রটাচ্ছেন।

বিজেপি যুব মোর্চার আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ মার্চ।। বিশালগড় প্রভুরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রতন নগর বর্মনটিলা এলাকার হতদরিদ্র সুবল বর্মন এর একমাত্র ছেলে অমিত বর্মনের মৃত্যু হয় গত ৯ই মার্চ। আমতলী এলাকায় অটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রান হারাতে হয় অমিতের। শনিবার যুব মোর্চার সিপাহীজলা উত্তর জেলার সহ-সভাপতি শান্ত দেবনাথ সহ অন্যান্য যুব মোর্চার কর্মীরা মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং কিছু আর্থিক সাহায্য পরিবারের হাতে তুলে দেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শান্ত দেবনাথ বলেন, অমিত বর্মন যুব মোর্চার একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ যুব মোর্চার হয়ে এলাকায় সংগঠনের দায়িত্ব সামলেছেন। অমিতের শোকাহত পরিবারের পাশে রয়েছে যুব মোর্চার কর্মীরা।এমনকি শোকাহত পরিবারের হাতে কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেন শান্ত দেবনাথ। আগামী দিনেও যেকোনো প্রয়োজনে অমিত এর পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন যুব মোর্চার জেলা সহ-সভাপতি শান্ত দেবনাথ।অমিত তার বংশের একমাত্র ছেলে ছিল। তার মৃত্যুতে তার বংশের প্রদীপ নিভে গেছে বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার পরিবারের লোকেরা।

ভোটে হারের পরে কংগ্রেসের বৈঠক এগোতে পারে ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.) : পাঁচে শূন্য। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ফলাফলকে এভাবেই ব্যাখ্যা করছেন পর্যবেক্ষকরা। একটি রাজ্যেও সরকার গড়ার মতো গরিষ্ঠতা পায়নি শতাব্দীপ্রাচীন দলটি। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বিকাল চারটেয় বসছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। একটি সূত্রের খবর, দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন এগিয়ে আনা হতে পারে।

এমনিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচন হওয়ার কথা আছে সেপ্টেম্বরে। কিন্তু ভোটে বিপর্যয়ের পরে নানা মহল থেকে নেতৃত্ব বদলের দাবি উঠেছে। সেজন্যই দলীয় নির্বাচন এগিয়ে আনার কথা চিন্তা করছে হাইকম্যান্ড।

বিধানসভা নির্বাচনে পঞ্জাবে ক্ষমতা হারিয়েছে সোনিয়া গান্ধীর দল। উত্তরাখণ্ড, গোয়া এবং মণিপুরেও তাদের ফল একেবারেই আশানুরূপ হয়নি। দলের সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন। ৪০৩ আসন বিশিষ্ট উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র দু'টি আসন। মাত্র ২.৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে ওই দল।

প্রসঙ্গত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শশী তারুর বৃহস্পতিবার বলেছেন, ভোটে এই ফলের পরে দলে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন করতেই হবে। অপর কংগ্রেস নেতা জয়বীর শেরগিল বলেন, দলের মধ্যে সংস্কার প্রয়োজন। ভোটে পরাজয়কে লঘু করে দেখালে চলবে না।

বিধায়কের গাড়ির ধাক্কায় জখম ২৩, জনরোষে ধুন্ধুমার কাণ্ড ওড়িশায়

ভুবনেশ্বর, ১২ মার্চ (হি.স.) : ওড়িশা বিধায়কের গাড়ি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে গেল খুরদায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে সাত পুলিসকর্মীও জখম হয়েছেন। শনিবার বিকেলে বানপুর বিডিও অফিসের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারায় চিলিকার সাসপেন্ডেড বিজেডি বিধায়ক প্রশান্ত জগদেবের গাড়ি। বিধায়কের গাড়ির ধাক্কায় কমপক্ষে ২৩ জন জখম হয়েছেন। এই ঘটনার জেরে জনরোষের মুখে পড়েন বিধায়ক। তাঁর গাড়ি ভাচুর করে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

কল্যাণপুরে বাইক রেলী সংঘটিত করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১২ মার্চ।। কল্যাণপুরের রাজপথ কাঁপিয়ে বিজয় বাইক রেলি সংগঠিত করল ভারতীয় জনতা পার্টি।বিজেপির বিজয়রথ উড়ছে উড়বে। এই স্লোগানকে পাথেয় করে আজ অর্থাৎ শনিবার প্রখর রোদ তাপকে অপেক্ষা করে বাইক রেলিতে শামিল হল যুবকরা। এ এক অন্যরকম দৃশ্য। কি না ছিল বাইক রেলিতে। ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ব্যানার স্লোগান ব্যান্ড পার্টি সহ আরো অনেক কিছু। সুসজ্জিত হোট খোলা জিপে চড়লেন কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি পিনাকি দাস চৌধুরী এবং বিজেপি কল্যাণপুর মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ, বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটির সদস্য সৌমেন গোপ সহ অন্যান্যরা। মূলত সম্প্রীতি চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দলের বিপুল জয়ে বিজেপি কল্যাণপুর মণ্ডল কমিটি এবং যুব মোর্চার উদ্যোগে এদিনের এই সুদৃশ্য বিজয় বাইক রেলি সংঘটিত হয়। বাইক রেলির অগ্রভাগে ছিল চারটি জেসিবি।

তেলিয়ামুড়া খোয়াই মূল সড়ক ধরে ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর চেবরী থেকে এই বাইক রেলী শুরু হয়। পথে রামচন্দ্রঘাট গৌরাঙ্গটিলা বাগানবাজার দ্বারিকাপুর কল্যাণপুর অমরকলোনি হয়ে তোতাবাড়ি বাজারে এসে শেষ হয় এই বিজয় রেলি। প্রায় ২৫ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে। হাজার হাজার জাতি কি জনজাতি অংশের যুবক শামিল হন। এক অনাবিল আনন্দে গা ভাসান সবাই। মিছিলের ফাঁকে ফাঁকে ছিল মাইক। মাইকের গান বাজছিলো বামফ্রন্টের জায়গা নাই কংগ্রেসের জায়গা নাই তৃণমূলের জায়গা নাই। আবার দেখা যায় কেউ কেউ গেরুয়া আবির মেখে আনন্দে শামিল হয়। মোটকথা ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বাজিয়ে দিল এই সুদৃশ্য বাইক রেলি। কল্যাণপুরের রাজপথ কাঁপিয়ে মিছিল ছুটে যায়।

বাইক রেলী দেখতে রাস্তার পাশে অনেকেই ভিড় জমান। শেষে বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী জানান যতই চক্রান্ত আসুক না কেন বা বিরোধীরা যতই চক্রান্ত করুক না কেন ভারতীয় জনতা পার্টি সবার স্বার্থে কাজ করছে এবং আগামী দিনে কাজ করবে। তা আজ প্রমাণিত কেননা গেল পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে চারটিতেই বিপুল জনাদেশ নিয়ে জয়ী হয় ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকে যেভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মিছিলে শামিল হয়েছেন সবাই ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে জনতা পার্টি জয়ী হবে। বিরোধী দলের জামানত জব্দ হবে। আমরা বলতে চাই এলাকার শান্তি সম্প্রীতি সুস্থিতি বজায় রাখুন।

বিশালগড়ে লোক আদালত অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ মার্চ।।শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় বিশালগড় আদালতে বিশালগড় মহকুমা লিগেল সার্ভিস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল লোক আদালত। প্রথম কোর্টে ছিলেন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জজ সিপাহীজলা জেলার অসীত দেবনাথ, দ্বিতীয় কোটে ছিলেন সাব ডিভিশান্যাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ছন্দীতা দেবনাথ। তিনটি কোটে অনুষ্ঠিত হয় লোক আদালত। সিভিল জজ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দার খান জানান ঐদিন ১ নাম্বার ও ২ নাম্বার কোর্টে ব্যাংক মামলা ১৪০ টি,নিষ্পত্তি হয় ১৬ টি , ক্রিমিন্যাল মামলা টেইকেন আপ হয় ৬০ টি,এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ৪ টি, এম,এ,সিটি(MACT) মামলা নিষ্পত্তি ৮ টি, ল্যান্ড রিকুইজিশন মামলা নিষ্পত্তি হয় ৭ টি, ৩ নাম্বার কোর্টে ক্রিমিনাল মামলা নিষ্পত্তি হয় ২০টি, ব্যাংক লোন মামলা ৭০টি।

জোলাইবাড়িতে বিজেপির বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ মার্চ।। ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্যোগে বাইখোড়া বাজারে এক বিজয় মিছিল সংগঠীত করাহয়। বিধানসভা নির্বাচনে ৪ রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয়েরফলে শনিবার ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে বাইখোড়া বাজারে এক সুবিশাল বিজয় মিছিল সংগঠীত করাহয়। বিজেপি কতৃক আয়োজিত আজকের এই বিজয় মিছিলে বিপুল পরিমানে কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে বিজেপি কর্মীরা জানানদেন আগামী ২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।

আজকের এই মিছিলে নেতৃত্বদেন ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলা কমিটির সদস্য মনিন্দ্র বিশ্বাস, ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি কেশব চেঁধুরী সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। অপরদিকে বিজেপির উদ্দ্যোগে দক্ষিন জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্যের নেতৃত্ব পশ্চিম পিলাক বাজারে বিজয় মিছিল সংগঠীত করাহয়। ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপি কতৃক আয়োজিত আজকের এই মিছিলে ব্যাপকহারে বিজেপি কর্মীসমর্থকরা অংশগ্রহনকরে।

সিবিএসসি-র দশম শ্রেণির প্রথম টার্মের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.) : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসসি) দশম শ্রেণির প্রথম টার্মের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল স্কুলগুলিতে জানোনো হয়েছে।

প্রথম টার্মের লিখিত পরীক্ষার দশম শ্রেণির মোট প্রাপ্ত নম্বর সম্পর্কে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কোনও আপডেট না থাকায় একটি বিবৃতিতে সিবিএসসি বলেছে, 'বোর্ড স্কুলগুলিকে কেবলমাত্র তাদের দশম শ্রেণির ছাত্রদের সম্মিলিতভাবে লিখিত পরীক্ষার অবহিত করছে।

এদিন সিবিএসসি টুইটার জানিয়েছে, 'দশম শ্রেণির প্রথম পরীক্ষার পারফরম্যান্স স্কুলগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শুধুমাত্র লিখিত স্কোরগুলি জানানো হয়েছে কারণ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন/ব্যবহারিক স্কোরগুলি ইতিমধ্যেই স্কুলগুলিতে রয়েছে।'

তবে শুধুমাত্র প্রথম টার্ম হওয়ায় এখন কোনো মার্ক শিট কাম পাসিং সার্টিফিকেট জারি করা হচ্ছে না। দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষার পর পূর্ববর্তী ফলাফলের সঙ্গে সমতা রেখে শুধুমাত্র একটি মার্ক শীট কাম পাসিং সার্টিফিকেট জারি করা হবে। এটি উভয়ের মোট নম্বর নিয়ে গঠিত হবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মহিলা ক্ষমতায়ন ও স্বশক্তিকরণ বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রাধান্যের ক্ষেত্র। মহিলাদের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলশ্রতিতে পুরুষ ও মহিলাদের আনুপাতিক ব্যবধান হাসের মাধ্যমে বর্তমানে ত্রিপুরায় প্রতি ১ হাজার পুরুষে মহিলার সংখ্যা ১ হাজার ১১। স্বাস্থ্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অত্যাধুনিক পরিষেবা ও সচেতনতাসমূলক কর্মসূচির ফলশ্রতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিশু জন্মহারে এসেছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এরই অঙ্গ হিসেবে কমেছে গর্ভবতী মা ও শিশুর মৃত্যর হার। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় ও দূরদর্শী নেত'ত্বে উত্তর পূর্বা'লের যে বিকাশ ধারা প্রতিফলিত হচ্ছে তার সুফল পাচ্ছে ত্রিপুরাও। বর্তমানে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি হাতে হাত ধরে সার্বিক বিকাশের পথে ক্রম অগ্রসরমান। মহিলাদের সামাজিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন এবং সম্মান প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রীর দিশা নির্দেশনায় গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সর্বশেষ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে মহিলারা তার প্রতি নৈতিক সমর্থন জাহির করেছেন। সদ্য প্রকাশিত বিধানসভাগুলির ফলাফল থেকে তা অনেকাংশে অনুমেয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্যের নিরিখে এসেছে অগ্রগতি। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লায়ন সুনীল কুমার, পাস্ট ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল।

ঝুপড়ি

● আটের পাতার পর

কমপক্ষে ৬০টি ঝুপড়ি পুড়ে যাওয়ায় গৃহহীন হয়ে পড়েছে বহু পরিবার। এদিন ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরীক্ষা চালায়।

শনিবার সকালে দিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে গোকুলপুরী এলাকার ঝুপড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সাতটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব দিল্লির অ্যাডিশনাল ডিসিপি জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত একটা নাগাদ গোকুলপুরী এলাকায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। উদ্ধারকারী সরঞ্জাম নিয়ে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যায় টিম, দমকলের সহায়তায় শনিবার ভোর চারটে নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পুড়ে গিয়েছে বহু ঝুপড়ি এবং ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। দিল্লির দমকল বিভাগের অধিকর্তা অতুল গর্গ বলেন, "আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ৬০টি ঘর ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।"

মামলা

● প্রথম পাতার পর

শিগগিরই শুনানি হতে পারে।

বিগত দিনগুলিতে একাধিক ইস্যুতে অনাবাসী ভারতীয়দের অধিকার নিয়ে আইনি লড়াই করেছে এই সংস্থাটি। এবার ইউক্রেনের ভারতীয় পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াল তারা। প্রবাসী লিগ্যাল সেলের তরফে বলা হয়েছে, আমরা চাই ইউক্রেন ফেরত ২০ হাজার ভারতীয় মেডিক্যাল পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর হোক। এই পড়ুয়ারা যাতে ভারতে পড়াশোনা শেষ করতে পারে, সেই মর্মে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন ও কেন্দ্রকে নির্দেশ দিক হাইকোর্ট। সূত্রের খবর, ২১ মার্চ এই মামলার শুনানি হতে পারে।

পাহাড়

● প্রথম পাতার পর

জমাতিয়া, এডিসির সদস্য জগদীশ দেববর্মা ও অনিমেষ দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন সমাবেশে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক অংশগ্রহণ করে। সমাবেশকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর সংখ্যায় কর্মী সমর্থকদের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সামিল করা হয়েছে। তবে জানা গিয়েছে, সমাবেশ যোগ দিতে দিয়ে গাড়ি দূর্ঘটনা একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও ছয়জন আহত হয়েছেন। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলার কাছে লিচুবাগান এলাকায়।

জোলাইবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছুটে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক খোকন মজুমাদরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে প্রেরন করে। পুনরায় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক খোকন মজুমদারকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জীবি হাসপাতাল স্থানান্তরিত করে। হাসাপাতালের চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে শনিবার রাত্রিবেলায় বাইখোড়া থানায় মামলা করার জন্য ছুটে এসে খোকন মজুমদার। সেখানে তিনি সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে ঘটনার বিবরন তুলে ধরেন। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুস্থ তদন্তে ও দোষীর শাস্তিপ্রদানে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

সংবাদ

● প্রথম পাতার পর

সুচারু মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েল জানান, অ্যাক্রিডিটেশন পলিসিকে আগামীদিনে সরলীকরণ করার ক্ষেত্রে দপ্তর সকলের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবে।আজকের এই সভায় প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, ওয়েব মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভা পরিচালনা করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ অধিকর্তা সঞ্জিব চাকমা ও দেবাশিষ নাথ সহ অন্যান্যরা।

াঙ্গন

অসমের শুয়ালকুচিতে ক্রিকেট তারকা ইউসুফ পাঠান, কিনেছেন বহু বস্ত্রসামগ্রী

শুয়ালকুচি (অসম), ১২ মার্চ (হি.স.) : অসমের বস্ত্রনগরী শুয়ালকুচিতে এসেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন তারকা, দুরন্ত ব্যাটসম্যান ইউসুফ পাঠান। অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করে আজ শনিবার শুয়ালকুচি এসে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বহু পাট ও মুগায় তৈরি বস্ত্র সামগ্রী কিনিছেন তিনি। এছাড়া তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে বহুক্ষণ মতবিনিময় করেছেন বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান পাঠান।

শুয়ালকুচিতে তৈরি মুগার টাই, মুগা সুতোর কাপড়ে তৈরি টুপি, মুগার মেখলা-চাদর, মুগা দিয়ে তৈরি বেল্ট এবং বেশ কয়েকটি এরি সুতোয় তৈরি কাপড় কিনেছেন। পাট-মুগা ও এরির সুক্ষ্ম সুতো ও চোখ ধাঁধানো নকশা ইত্যাদি দেখে আপ্লুত হয়ে যান তিনি। তাঁতশিল্পীদের বিকিকিনি সম্পর্কে তাঁদের খোঁজখবর নিয়ে আবার এখানে আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্থানীয় তাঁতিদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ ইউসুফ পাঠানকে এখানকার যুবক-যুবতীরা পান-তামোল (পান ও কাঁচা সুপারি) ভরতি শরাই (পানের বাটা), গামোছা, ফুলোর তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটারকে কাছে পেয়ে তাঁদের আহ্লাদ-আনন্দ আটকে রাখতে পারছিলেন না তাঁতশল্পীরা। অত্যন্ত গোপনে শুয়ালকুচিতে এসে ক্রিকেটার ইউসুফ সংবাদ মাধ্যমকে কাছে ঘেঁষতে দেননি।

শ্রেয়সের হাত ধরে আড়াইশোর গণ্ডি পেরল ভারত, ব্যর্থ বিরাট

চেন্নাই, ১২ মার্চ (হি.স.) : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পিংক টেস্টে প্রথমে ব্যাটিং করে মাত্র ২৫২ রানেই শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস। যার মধ্যে ৯২ রানই এল শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাট থেকে।

একটা ক্যাচ মিস কীভাবে খেলার পটপরিবর্তন করে দিতে পারে, সে উদাহরণ বহু রয়েছে ক্রিকেটে। এদিনও তার মূল্য দিতে হল শ্রীলঙ্কাকে। শ্রেয়সের ক্যাচ দু'বার মিস করেন বিপক্ষ ফিল্ডাররা। একবার ৫০ রান ও দ্বিতীয় বার ৮২ রানে ব্যাট করছিলেন ভারতীয় ব্যাটার। শেষমেশ ৯২ রানে স্টাম্প আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি।

শ্রীলঙ্কাবাহিনীকে প্রথম টেস্টে হেলায় হারিয়েছিলেন রোহিত শর্মারা। ব্যাটে-বলে রেকর্ড গড়েছিলেন ভারতীয়রা। কিন্তু চিন্নাস্বামীর উইকেটে নিজেদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারলেন না রোহিত (১৫)-মায়াঙ্করা (৪)। দুই ওপেনারই ব্যর্থ।

হনুমা বিহারী যাও বা পিচে টিকে থাকার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। ৩১ রানে আউট হন তিনি। আর বিরাট কোহলি আরও একবার হতাশ করলেন। ৪৮ বলে ২৩ রান করে যখন প্যাভিলিয়নে ফিরছেন, তখন স্তব্ধ গোটা স্টেডিয়াম। রানের খরা কিছুতেই কাটছে না তাঁর। আর ঠিক এই সময়ই ভারতীয় দলে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন শ্রেয়স। তিন ম্যাচের তিনটিতেই হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করেছিলেন। আর এবার টেস্টেও জ্বলে উঠল তাঁর ব্যাট।

মহিলা বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বাংলার ঝুলন

মাউন্ট মাউঙ্গানুই (নিউজিল্যান্ড), ১২ মার্চ (হি.স.) : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিদের তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষে ছিলেন ভারতীয় পেসার ঝুলন গোস্বামী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে উইকেট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড করলেন তিনি। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হলেন ঝুলন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৪০ উইকেট।

এদিনের ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরাজয় নিশ্চিত। ৩৬ ওভারে বল করতে আসেন অভিজ্ঞ ঝুলন গোস্বামী। ২৭ বল খেলে ফেলা আনিসা মহম্মদকে (২) ক্যাচ তুলিয়ে আউট করলেন ভারতের ঝুলন। সেই ওভারে একটি রানও দেননি তিনি। মেডেন উইকেট। এই উইকেটটি পেতেই একা ঝুলন হয়ে গেলেন সেই বোলার যিনি বিশ্বকাপে পেলেন ৪০ টি উইকেট। ভারতের করা ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩১৭ রানের জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস শেষ করে ৪০.৩ ওভারে ১৬২ রানে অলআউট হয়ে।

আইপিএলে নতুন জার্সি প্রকাশ করল ঋষভ পন্থের দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন আইপিএলে নতুন বেশে হাজির হতে চলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস।শনিবার তারা নতুন জার্সি প্রকাশ করেছে, যেখানে গত বারের থেকে অনেকটাই বদল আসতে চলেছে তাদের পোশাকে। সমর্থকরা সাধুবাদ জানিয়েছেন এই জার্সিকে।

আগামী ২৬ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। তার আগেই নতুন জার্সিতে হাজির অধিনায়ক ঋষভ পন্থ, পেসার আনরিয়াহ নোকিয়া এবং ব্যাটার ডেভিড ওয়ার্নার। এর আগে দিল্লির জার্সি থাকত মূলত নীল রং ঘেঁষা।

হাতে বা কলারে থাকত লালের ছোঁয়া। এ বার লালের পরিমাণ অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। নতুন জার্সিতে ডান দিকে নীল এবং বাঁ দিকে লাল রং রাখা হয়েছে। তারুণ্যকে তুলে ধরতেই এই ভাবনা বলে জানিয়েছে দল।

এক বিবৃতিতে দিল্লি লিখেছে, 'লাল এবং নীল রংকে সমান জায়গা দিয়ে আমরা তারুণ্য এবং শক্তিকে তুলে ধরতে চেয়েছি।

লালের অর্থ মাঠে ক্রিকেটারদের সাহসের প্রতীক। নীল হল ভারসাম্যের প্রতীক। দিল্লির লোগোয় থাকা বাঘ এবার আরও বড় জায়গা পেয়েছে জার্সিতে। কারণ, এবার থেকে দল আরও বেশি আক্রমণাত্মক খেলবে।'শনিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে নির্বাচিত কিছু সমর্থকের হাতে এই জার্সি তুলে দেওয়া হয়। এ ছাড়া বাছাই করা কিছু শিশু সমর্থকও জার্সি পেয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মহিলা বিশ্বকাপের লিগ টেবিলে ফের শীর্ষে ভারত

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ফের বিশ্বকাপের লিগ টেবিলে শীর্ষে ভারত। প্রথম রাউন্ডের শেষে ভারত চলতি মহিলা বিশ্বকাপের লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছিল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বসায় মিতালিরা প্রথম চারের বাইরে ছিটকে যান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নামার আগে ভারত পয়েন্ট টেবিলের পাঁচ নম্বরে দাঁড়িয়েছিল। তবে স্টেফানি টেলরদের উড়িয়ে ভারত পাঁচ থেকে একলাফে শীর্ষে ফিরে আসে। মিতালিরা সিংহাসন ছিনিয়ে নেন অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে।

আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিল:-

১. ভারত: ম্যাচ-৩, জয়-২, হার-১, পয়েন্ট-৪ (নেট রান-রেট: ১.৩৩৩)।

২. অস্ট্রেলিয়া: ম্যাচ-২, জয়-২, হার-০, পয়েন্ট-৪ (নেট রান-রেট: ১.০৬১)।

৩. নিউজিল্যান্ড: ম্যাচ-৩, জয়-২, হার-১, পয়েন্ট-৪ (নেট রান-রেট: ০.৭৯৯)।

৪. দক্ষিণ আফ্রিকা: ম্যাচ-২, জয়-২, হার-০, পয়েন্ট-৪ (নেট রান-রেট: ০.৩৮০)।

৫. ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ম্যাচ-৩, জয়-২, হার-১, পয়েন্ট-৪ (নেট রান-রেট: -০.৯৬৭)।

৬. ইংল্যান্ড: ম্যাচ-২, জয়-০, হার-২, পয়েন্ট-০ (নেট রান-রেট: -০.১৯০)।

৭. বাংলাদেশ: ম্যাচ-২, জয়-০, হার-২, পয়েন্ট-০ (নেট রান-রেট: -০.৯২৩)।

৮. পাকিস্তান: ম্যাচ-৩, জয়-০, হার-৩, পয়েন্ট-০ (নেট রান-রেট: -১.২৭৪)।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

তিহার জেলের বন্দিদের ফিটনেস, কুস্তি কোচিংয়ে অলিম্পিয়ান সুশীল কুমার

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.) : দুবারের অলিম্পিক জয়ী সুশীল কুমার তিহার জেলের বন্দিদের ফিটনেস, কুস্তি কোচিং করবেন। বর্তমানে তিনি নিজেই তিহার জেলে বন্দি হিসেবে রয়েছেন। তিহার জেলের ডিরেক্টর-জেনারেল সন্দীপ গয়াল শনিবার জানিয়েছেন, এই বিষয়ে সুশীল কুমারকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত জেল কমপ্লেক্সের ভিতরে ক্লাস করা সুশীল কুমারের কোচিং প্রায় ছয় থেকে সাতজন বন্দিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বন্দিরা যারা সুশীল কুমারের প্রশিক্ষণ নিতে চায় তারা এখন তার কাছ থেকে পাঠ নিতে পারে।

তিহার জেল প্রশাসন বলেছে, সুশীল কুমারকে ক্রীড়া কার্যক্রমে জড়িত করার জন্য আগে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু কোভিডের তৃতীয় তরঙ্গের কারণে এটি স্থগিত করা হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২১ সালে সুশীল কুমার এবং তার সঙ্গী অজয় কুমারকে ছত্রশাল স্টেডিয়ামে সাগর ধনকার হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। সুশীল কুমার যেহেতু একজন প্রশিক্ষিত পেশাদার কুস্তিগীর, তাই জেলের সব কয়েদিরাও তার কাছ থেকে ফিটনেস এবং কুস্তির ক্লাস নেবেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

শনিবার আগরতলায় গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

শ্রমজীবি মানুষের জীবন সুরক্ষিত করতে পারলেই সমাজের উন্নয়ন হবে ঃ শ্রমমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। শ্রমজীবি মানুষের জীবন সুরক্ষিত করতে পারলেই সমাজের উন্নয়ন হবে। রাজ্য ও দেশ এগিয়ে যাবে। আজ শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে শ্রমভবনে আয়োজিত ৭ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যভিত্তিক পেনশন সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন শ্রমমন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস। তিনি বলেন, শুধুমাত্র প্রক'ত শ্রমিকদের সাহায্যার্থে বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক সহযোগিতা ও তাদের জীবন সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা এবং রাষ্ট্রীয় পেনশন যোজনা প্রকল্প চালু করেছেন। শ্রম দপ্তরের সহযোগিতায় প্রত্যেক শ্রমজীবি মানুষের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার নির্মাণ শ্রমিকের নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছে। নির্মাণ শ্রমিকদের আরও লক্ষ লক্ষ পরিবারকে বীমার আওতায় আনতে হবে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোভিড পরিস্থিতিতে গৃহবন্দী নির্মাণ শ্রমিকদের ৩,০০০ টাকা করে সাহায্য করা হয়েছে। প্রক'ত শ্রমিককে ই-শ্রম পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার জন্য গ্রামে গ্রামে ই-পরিষেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক শ্রমিকের গণতান্ত্রিক ও মৌলক অধিকার আছে। সংকীর্ণ মানুষিকতাকে এড়িয়ে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আর্থিকভাবে সকলকে স্বয়ংসম্পর্ণ করে তুলতে হবে। প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। তবেই আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। তিনি বলেন, ই-শ্রম পোর্টালে ৮ লক্ষ্যের বেশি শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ই-শ্রম পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বা'লের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম স্থান দখল করেছে। নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে বীমার আওতায় নথিভুক্ত কোন শ্রমিক দূর্ঘটনাজনিত, সন্তানের শিক্ষাক্ষেত্র, বিশেষ বিশেষ রোগের চিকিৎসার জন্য, মেয়েদের বিবাহের জন্য, দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে, অন্তোষ্টি ক্রিয়ার জন্য ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক সহায়তা পাবেন। প্রক'ত সুবিধাভোগীরাই যাতে স্বচ্ছতার নিরিখে এই সুবিধা পায় তার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন শ্রম দপ্তরের কমিশনার ড. নরেশ বাবু এন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিল্ডিং এবং অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের সদস্য বিপ্লব কর এবং শ্রম দপ্তরের যুগ্ম শ্রম কমিশনার বৈজয়ন্ত দাস বক্তব্য রাখেন।

জাতি ও জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিক বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। সাংস্কৃতিক আদান প্রদান রাজ্যের প্রতিটি সম্পদায়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করে। তাই রাজ্য সরকার জাতি ও জনজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ উদয়পুরের গর্জিতে ১৭তম রাজ্যভিত্তিক ওয়ানগালা উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন সমবায়মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। তিনি বলেন, সংস্কৃতি ছাড়া কোন সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না। তাই সংস্কৃতিক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রাজ্য সরকারের পক্ষে তিনি গারো সম্পদায়ের জনগণকে শুভেচ্ছা জানান।

তিনি বলেন, আমি আগে গারো সম্পদায়ের ওয়ানগালা উৎসবের কথা শুনেছি। কিন্তু কখনো আসিনি। আজকের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ বৈচিত্রময় দেশ। ত্রিপুরাতেও সাংস্ক'তিক বৈচিত্র রয়েছে। তাই এই বৈচিত্রকে রক্ষা করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা সবাই এক। সবাইকে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, মেলা মানে মিলন। মেলার মধ্য দিয়েই সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দেশের ও রাজ্যের উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। এইসব প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ বলেন, ভারতবর্ষে বহু ভাষাভাষীর লোক এক সঙ্গে বসবাস করলেও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। এই জন্যই ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি বিশ্ব বিখ্যাত। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসক তথা আহ্বায়ক অনিরুদ্ধ রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরী সমাজের নারণ বীরেন্দ্র ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি যোগেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন কুমার সেন, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা গারো ইউনিয়নের সভাপতি স'ীব মারাক। তিনি মেলাকে সুন্দর ও সফলভাবে সম্পর্ণ করার জন্য মেলার সঙ্গে যুক্ত সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এই মেলা উপলক্ষে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত অতিথিরা মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন।

গুজরাটে ১১তম খেল মহাকুম্ভের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

আহমেদাবাদ, ১২ মার্চ (হি.স.) : শনিবার গুজরাটে ১১তম খেল মহাকুম্ভের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর গুজরাট সফরের দ্বিতীয় দিনে সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১১তম খেল মহাকুম্ভের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত এবং মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে রোডশোর রুটে ভিড় জমান মানুষ। তাঁকে ফুলের পাপড়ি দিয়ে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তার রোডশোর সময় লোকেদের দিকে হাত নাড়তেও দেখা গেছে যা প্রচুর ভিড় আকর্ষণ করেছিল।

দুই দিনের ব্যবধানে গুজরাটে এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির দ্বিতীয় রোডশো। শুক্রবার তিনি আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে গান্ধীনগরের বিজেপি সদর দফতর কমলাম পর্যন্ত একটি রোড শো করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর দুদিনের সফর তার নিজ রাজ্যে শুক্রবার বিমানবন্দর থেকে বিজেপির অফিস, কমলাম পর্যন্ত একটি মেগা রোডশোর মাধ্যমে শুরু হয়, তারপরে আহমেদাবাদে দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে।

তেলিয়ামুড়ায় এক ব্যক্তির দোকান ও বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার ২২ গড়িয়ার মোতালেব মিয়ার দোকানে এবং বাড়িতে গতকাল রাতে হামলা সংঘটিত হয়েছে। কামরুল নামের এক যুবকের নেতৃত্বে এই হামলার ঘটনা সংঘটিত হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। গভীর রাতে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

বাড়ির মালিক অভিযোগ করেছেন পরিবারের মহিলাদের ওপরও হামলা সংগঠিত করা হয়েছে। বাড়ির মালিকের ছেলে এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া নাতিনকে ঘর থেকে বের করে দিতে তারা হুলিয়া জারি করে। ঘটনাটি থানা পুলিশকে জানালে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। প্রাণনাশের আশঙ্কায় পরিবারটি থানার দ্বারস্থ হওয়ার সাহস পায়নি।শনিবার সকালে পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনাটি স্থানীয় গ্রাম প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য ও অন্যান্য মাতব্বরদের জানানো হয়েছে। পরিবারটি নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ে পড়েছে।

এবার ইউক্রেনের ক্যানসার হাসপাতালে বোমা হামলা রুশ সেনার

কিয়েভ, ১২ মার্চ (হি.স.) : ইউক্রেনে ক্রমশই আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে পুতিনের দেশ রাশিয়া। ইউক্রেনের অভিযোগ, ইচ্ছে করেই জনবসতিকে টার্গেট করছে রুশ সেনা। এরই মধ্যে মায়োকোলাইভ শহরে ক্যানসার হাসপাতালেও হামলার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে।

ওই হাসপাতালের শীর্ষ পদাধিকারী চিকিৎসক ম্যাক্সিম বেজনোসেঙ্কো জানিয়েছেন, যে সময় হামলা হয়েছিল, তখন কয়েকশো রোগী সেখানে ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হল বোমাবর্ষণের ফলে কারও মৃত্যু হয়নি। যদিও হাসপাতালটির বহু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেঙে গিয়েছে অনেকগুলি জানলাও। এর আগেও এক শিশু হাসপাতালে হামলার অভিযোগ উঠেছে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে। ইউক্রেনীয় সেনার দাবি, রাশিয়া এবার জনবসতির দিকে লক্ষ্য রেখেই রকেট হামলার ঝাঁজ বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।

এদিকে শুক্রবার দক্ষিণ ইউক্রেনের মেলিটোপোল শহরের মেয়রকে অপহরণ করেছে রুশ সেনা। এমনই অভিযোগ খোদ প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির। জানা গিয়েছে, অপহরণের পরও তিনি মুখ খুলতে অস্বীকার করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ দিতে গিয়েই তিনি অপহৃত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ইউক্রেনে হামলার পরদিনই রাজধানী কিয়েভে ঢুকে পড়েও এখনও সেটি দখলে আনতে পারেনি রুশ সেনা। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার রাত থেকে যেভাবে সেখানে পরপর ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে, তা থেকে মনে করা হচ্ছে হামলার গতি বাড়িয়ে এবার কিয়েভ দখলে মরিয়া পুতিন বাহিনী। এমনকী, শনিবারের মধ্যেই মস্কো কিয়েভ দখল করে নিতে পারে, এমন আশঙ্কাও করছে ওয়াকিবহাল মহল।

অমিত শাহের ভোটের বাজনার পরেই প্রদ্যুতের গর্জন শুনল শহরবাসী

মথার শক্তি প্রদর্শণই মুখ্য নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচি নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী শনিবার রাজধানী আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভা করল তিপরা মথা। সভায় ব্যাপক লোক সমাগম হয়েছে। এদিনের এই সমাবেশকে রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে তিপরা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন শক্তির মহড়া দিয়েছেন। দলের বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রচুর সংখ্যায় সমর্থক আনা হয়েছে।

এদিনের জনসভায় শুধুমাত্র আওয়াজ তোলা হয়েছে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের। মূলত গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ও পৃথক রাজ্য একই বিষয়। এই দাবীতে তিপরা মথার জন্ম হয়েছে। দলের তরফ থেকে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছে যে এরাজ্যের জনজাতিরা দশকের পর দশক বঞ্চিত। অস্তিত্বের সংকটে নাকি পড়ে গিয়েছে এই রাজ্যের জনজাতিরা।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, প্রদ্যুতের তিপরা মথার তরফ থেকে তেমন কোন কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে না। ২০২৩ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই তিপরা মথার এই আন্দোলন।

এদিকে, এদিনের মথার গর্জন শুন রাজধানী আগরতলার মানুষ। সম্প্রতি বিজেপির সমাবেশে বক্তব্য রেখে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির ত্রিপুরা দখলের চার বছর পূর্তিতে সমাবেশে বক্তব্য রেখেছেন। শাহর এই সমাবেশ ছিল মূলত ভোটের বাজনা।

দিল্লিতে আগুনে গৃহহীন বহু পরিবার দগ্ধ হয়ে মৃত ৭, ভস্মীভূত ৬০টি ঝুপড়ি

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.): দিল্লির গোকুলপুরী এলাকায় বস্তিতে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধহয়ে প্রাণ হারালেন ৭ জন। শুক্রবার গভীর রাতে গোকুলপুরী এলাকার বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই দমকলের ১৩টি ইঞ্জিন পৌঁছে যায়, ততক্ষণে আগুন ধরে যায় কমপক্ষে ৬০টি ঝুপড়িতে। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর শনিবার ভোরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ৭ জনকে। গোকুলপুরীর অগ্নিকাণ্ড এবং মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি আহত এবং মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান। গোকুলপুরীর ঘটনায় শোকবিহ্বল কেজরিওয়াল, আর্থিক ক্ষতিপূরণও ঘোষণা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। কেজরিওয়াল এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে বলেছেন, 'দরিদ্ররা অনেক পরিশ্রমের পর নিজেদের আশ্রয় তৈরি করেন। সরকার মৃত প্রাপ্তবয়স্কদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা, মৃত শিশুদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এবং যাঁদের ঝুপড়ি পুড়ে গিয়েছে তাঁদের ২৫ হাজার টাকা দিয়ে সহায়তা করবে।' পূর্ব দিল্লির বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। বিধ্বংসী আগুনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন সুপ্রিম কমান্ডারের নাম ঘোষণা করে প্রধানের মৃত্যুর খবর মেনে নিল ইসলামিক স্টেট

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.) : নতুন সুপ্রিম কমান্ডারের নাম ঘোষণা করে অবশেষে প্রধানের মৃত্যুর খবর স্বীকার করল ইসলামিক স্টেট। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সিরিয়ায় মার্কিন হানায় নিহত হয় আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনটির প্রধান আবু ইব্রাহিম আল-হাশিমি আল-কুরেশি। সেই খবরের সত্যতায় সিলমোহর দিয়ে এবার নতুন সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে আবু আল-হাসান আল-হাশিমি আল-কুরেশির নাম ঘোষণা করেছে জেহাদি দলটি।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার আইএসের তরফে তাদের নতুন মুখপাত্র আবু উমর আল-মুহাজিরই নতুন সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে আবু আল-হাসান আল-হাশিমি আল-কুরেশির নাম ঘোষণা করেছে। একইসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানের মৃত্যুর কথাও জানায় সে। বলে রাখা ভাল, বাগদাদির মৃত্যুর পর থেকেই দলের ভার সামলাচ্ছিল ৪৫ বছরের শিক্ষাবিদ আবু ইব্রাহিম। এক সময়ে ইরাকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের সেনা বাহিনীর সদস্যও ছিল সে। এদিকে, ইরাকের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, আইএস-এর নতুন প্রধান আসলে কুখ্যাত জঙ্গি তথা ইসলামিক স্টেটের প্রথম 'খলিফা' আবু বকর আল বাগদাদির ভাই। ২০১৯ সালে সিরিয়ার ইদলিব শহরে মার্কিন 'ডেল্টা ফোর্স'-এর গোপন অভিযানে খতম হয় বিশ্বত্রাস আবু বকর আল বাগদাদি। এবার তারই ভাই আবু আল-হাসান আল-হাশিমি আল-কুরেশি দলের রাশ ধরতে চলেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, দুই প্রধানের মৃত্যুতে অনেকটাই বেকায়দায় পড়েছে আইএস। ইরাক ও সিরিয়ায় আন্তর্জাতিক জোটের সামরিক অভিযানে জমি হারিয়ে দুর্বল হয়েছে জঙ্গি সংগঠনটি। তবে এখন ভয়াবহ হামলা চালাতে সক্ষম তারা। শুধু ইরাক বা সিরিয়া নয়, এবার আফগানিস্তানেও দ্রুত শক্তিসংগ্রহ করতে মাঠে নেমে পড়েছে দলটি।

প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসে সিরিয়ায় মার্কিন হানায় মৃত্যু হয় আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনটির প্রধান আবু ইব্রাহিম আল-হাশিমি আল-কুরেশির।

তবে সেই সময় এই খবর নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি আইএস। জল্পনা উসকে মৌন ছিল তারা। আমেরিকার সেই দাবি নিয়ে নতুন করে গতকাল কোনও মন্তব্য করেনি আইএস। তবে তারা জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার হাসাকা শহরের এক কারাগার থেকে বন্দি জঙ্গিদের ছাড়ানোই ছিল আবু ইব্রাহিমের শেষ অভিযান।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে হলে পর্যটনকে হাতিয়ার করতে হবে ঃ বিধানসভার অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কর্মসূচিতে আজ সন্ধ্যায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বর্ণময় সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান ও ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উত্তর-পূর্বা'ল বিভাগের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে ত্রিপুরা, বিহার এবং মিজোরাম এই তিন রাজ্যের ট্যুর অপারেটর, ট্রেভেল এজেন্ট এবং হোটেল ব্যবসায়ীরা অংশ নেন। উদ্দেশ্য পর্যটন শিল্পকে আরো কিভাবে বিকশিত করা যায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে হলে পর্যটনকে হাতিয়ার করতে হবে।

সে লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করার লক্ষ্যে অনেকগুলি জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্থলপথ, রেলপথ, আকাশপথে যোগাযোগের মান অনেক উন্নত হয়েছে। ধীরে ধীরে দক্ষিণ এশিয়ার করিডোর হচ্ছে ত্রিপুরা। অধ্যক্ষ শ্রী চক্রবর্তী বলেন, এ রাজ্য প্রাক'তিক সম্পদে ভরপুর। একে কাজে লাগাতে হবে। রাজ্যে পর্যটকদের আগমন বাড়লে অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেন, পর্যটন প্রসারের সাথে সাথে এ রাজ্য কাঁঠাল, আনারস, লেবু রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক বাজারে খ্যাতি অর্জন করেছে। আমরা চাই নেশামুক্ত, হিংসামুক্ত, উন্নয়নমুখী ত্রিপুরা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরার উন্নয়নে আন্তরিক রয়েছেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উত্তর-পূর্বা'লের আ'লিক অধিকর্তা শঙ্খশুভ্র দেববর্মণ বলেন, ত্রিপুরার প্রাক'তিক বৈচিত্র বড় মনোরম। পর্যটনেও এ রাজ্য দ্রত এগিয়ে চলছে। প্রসাদ ও স্বদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন স্থলগুলির বহুমুখী উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে।

অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অতিথিদের সংবর্ধনা 'াপন করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্পীরা হজাগিরি, মামিতা, দেশাত্মবোধক, লোকনৃত্য ও একক সংগীত পরিবেশন করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের শিল্পীগণ। তাছাড়া রাজ্যের জাতি, জনজাতির যুবক-যুবতীরা চিরাচরিত পোশাকে ফ্যাশন শো-এ অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দূরদর্শন কেন্দ্র ত্রিপুরা প্রোগ্রাম হেড আল্পনা দাস। এদিকে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবেই ১১ মার্চ উদয়পুরের ভূবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এরপর ত্রিপুরা, মিজোরাম ও বিহারের ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর এজেন্টদের ছবিমুড়া ও ডুম্বর পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করানো হয়। এই উপলক্ষে আজ সকালে গীতা'লি পর্যটন আবাসে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও বিহারের ট্যুর অপারেটর, ট্যুর এজেন্ট ও হোটেল ব্যবসায়ীদের মধ্যে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উত্তর-পূর্বা'লের আ'লিক অধিকর্তা শঙ্খশুভ্র দেববর্মণ, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের এম ডি তড়িৎ কান্তি চাকমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মত বিনিময় সভায় এই তিন রাজ্যের পর্যটকরা যাতে প্যাকেজ ট্যুরের মাধ্যমে যাতায়াত করতে পারেন সে বিষয়ে রূপরেখা তৈরি করা হয়।

শনিবার আগরতলায় রাজ্যভিত্তিক পেনশন সপ্তাহের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ভগবান দাস। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।